অদ্বৈতানন্দ লহরী।

অর্থাৎ

বিবেকী বিলাপ, যোগানুশাসন প্রথা
স্তোত্রহার নানা রাগ রাগিণীত্যাদি
যুক্ত সাধক সঙ্গীত প্রভৃতি
পদ্য গদ্য ও গীতিময়
কাব্য।

শান্তিপুর নিবাসী
শ্রীপ্রসন্নগোপাল ভট্টাচার্য্য
বিরচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা
৩৩ নং সিমলা ষ্ট্রীট,
জ্ঞান-প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীবিন[illegible] দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র।

মদীয় আয়াস ও যত্ন প্রসূত

এই

অদ্বৈতানন্দ-লহরী প্রস্তাবনা

মরকত খণ্ড

তর্কশাস্ত্রের কুসুমাঞ্জলী গ্রন্থ প্রণেতা আর্য্য-প্রতিভার

পূর্ণ ভাস্কর, বুধাগ্রগণ্য পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ

শ্রীরাম-চরণারবিন্দ-ধ্যানচিত্ত

আচার্য্যকুলতিলক স্বর্গীয় ৺ উদয়ণাচার্য্য

স্বামি বংশ-সম্ভূত পরমারাধ্য

পরম পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতা

৺ রামযাদু ভট্টাচার্য্য

মহাশয়ের

শ্রীচরণ-কমলোদ্দেশে ভক্তি-সহকারে

ইহা

উৎসর্গ করিয়া জ্যেষ্ঠ

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য

মহাশয়ের করকমলে উপহার স্বরূপ

অর্পণ করিলাম।

বিজ্ঞাপ

ওঁ নম ভগবতে ব

সুখের যাহা সার, অথবা যাহ
এতদ্বিষয়ের অন্বেষণে মানবজীবন
অধুনাতন জগতে প্রকৃতির তমোগু
তাপত্রয়ের আধিক্য নিবন্ধন মানব
র্ব্বিধ পাশব বৃত্তানুমোদিত ক্রিয়া-কল
ভার, অর্থাৎ, রিপুব তাড়না রূপ
করিয়া থাকেন ; তথাপি, এতাদৃশ দুঃ
ষ্টমান হয়েন না ; সুতরাং, প্রকৃত রু
সুসিদ্ধি হয় না। যথন কূট কামনা
স্ব স্বভাবের অণুপ্রাণিত শক্তি-প্রভা
নের চরম উদ্দেশ্য, তখন পয়োধি-সৈ
পানার্থে কূপ খনন করা যে কত দু
অবিদিত নাই ; এবং সকলে মুক্তক
যে ব্যক্তি এতাদৃশ ভ্রমান্ধ, তাহার তু
দ্বিতীয় নাই ; সুতরাং, ইহাতে স্পষ্ট
জীবের আত্যান্তিক দুঃখাকর জীবত্ব
নিরসন দ্বারা স্ব স্বভাবে অবস্থিত হ
পরিগ্রহ।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সে উ
আমি যাহা ভালবাসি, আমার যাহ

দায়ক তদ্বিষয় লাভের চিন্তা। আমি কি ভালবাসি? না, আমি আমাকেই ভালবাসি, "আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি"—সুতরাং, আত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই আমার কিম্বা জগতের প্রিয় হইতে পারে না; এই হেতু, আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানই মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও পরম পুরুষার্থ। সে আত্ম-তত্ত্ব পরিজ্ঞান কি? "বোধহি কো বস্ত বিমুক্তি হেতু" "া বুদ্ধি পরাণুরক্তিরীশ্বরে"—ঈশ্বরানুভূতি অন্তর দর্শন জ্ঞানই মুক্তিপ্রদ। আমি এই মহৎ উপদেশের অণুমাত্র আভাস অবলম্বন যা এই অদ্বৈতানন্দ লহরী প্রস্তাবনা খানি রচনা করিয়াছি। ইহার দ্বারা উক্ত মহৎ মতানুশাসিত মহৎ ফলের কথঞ্চিৎ রসাস্বাদন করিতে পারি, তাহা হইলে, আমার সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, অযোধ্যা নগরীর অন্তঃপাতী নানপাড়া গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ তালুকদার রাজা জং বাহাদুর খাঁ সি, আই, ই, মহোদয় এতৎগ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ভার গ্রহণ করিয়া পরম উপকার করিয়াছেন। আমি ঈশ্বরের নিকট কায়-মনো-বাক্যে তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন এতাদৃশ দান-শীলতা গুণে জন-সমাজে চির প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

নানপাড়া, } ভক্ত-পদারবিন্দ-ভিক্ষু
১২৯৫ সাল } শ্রীপ্রসন্নগোপাল দেবশর্ম্মণাম্।

সংশোধন পত্র ।

এাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৮	ভবে	ভরে
৪	১৫	বহু	বহে
১১	১৪	ডরে	ভরে
১২	১১	মুখ	মূক
১২	১২	ভাব	ভাব
১৮	১৬	গরীরে	শরীরে
২১	৪	বিশ্বয়	চিন্ময়ে
	৪	নরে	মরে
„	১৯	শুষ্ক	শুক
২২	৩	বজ্	বজ্র
২২	২০	ভুতপ্রাপ্তি	ভুতভ্রান্তি
২৭	১৯	স্বস্বধর্ম্ম	স্বধর্ম্ম
৩৬	২০	শাত্ত্বী	শাম্ভবী
৩৭	২৩	শিব	শিব্র
৩৯	২৩	ফলিত	স্খলিত
৪০	১৪	সুখে	সুরে
„	১৯	সুদনে	সুদলে
৪১	৩	সব	সর
৪২	৯	পথমৃত	পথস্মৃত
৪৪	৮	জর্জ্জিত	বর্জ্জিত
„	১০	কর	ক্ষর

ওঁ তৎসৎ।

বিবেকী-বিলাপ।

বৈরাগ্য-উচ্ছ্বাসে নিয়তির প্রতি।

"সামান্যাত্মা ঘনাকাশে সন্নিধীরিতঃ শক্তিভিঃ।
জায়তে লীয়তে ভূত্বা ভুয়োঽয়ং জগদম্বুদঃ॥"

অহো নিরদয় ভাগ্য! নিয়তি-লিখন,
আর কি বলিব?—দেও পূরা'তে মনন।
পূরা'ব যে মন্ত্র বলে, কেন দুর্নিয়তি ছলে,
সদা ঢালি দেও কণ্ঠে আশীবিষ-বিষ?
দুর্দ্দ বিক্ষেপ কোপে, মগ্ন জীব তমকূপে,
আসুরিক ভাগ্যভোগে দগ্ধ অহর্নিশ!
দুঃখের সৌন্দর্য্য রাশি— অবিদ্যা-বিলাস-মসী,
চন্দ্রেতে কলঙ্ক যথা,—ক্ষেত্রজ্ঞ সরল—
পাতিত সংসার তলে, কু-আশা নিয়তি জালে,
করয়ে মরম জ্বালে—অমৃতে গরল।

সাধনা বিস্মৃত হয়ে, উপাধি-বিকার মোহে,
আজন্ম বিমুগ্ধ জীব—জীয়ন্তে মরণ!
মুহূর্ত্তে উপাধি ক্ষয়, নিমেষে সৌন্দর্য্য লয়
জানি জীব কেন মুগ্ধ?—নিয়তি লিখন!
নিত্য সুখ হারাইয়ে,— ভোগ নিয়তি-হৃদয়ে,
চির-দগ্ধ-সুখ-আশে জীব দুঃখ দাহে;—
কে বুঝে মায়ার মায়া, কে বুঝে নিয়তি-মায়া?
অলক্ষিতে মায়াকায়া ভূমণ্ডল দহে।
আত্মা পূর্ণ নিরাময়— অহহং ভাবে পরিচয়,
অহহং অজ্ঞানতা-ময় প্রকাশ মায়ায়।
আত্মায় নিষ্কামোদয়, অনাদি প্রকৃতি ময়,
প্রকৃতি বিকাশ বহু—মহত্তী ঘটায়।
পূর্ণে, মহীয়সী ছায়া, মাহেশী প্রকৃতি কায়া
দৃশ্যের সৌন্দর্য্য যত ছায়াতে উদয়।
মহীয়সী পরা দেহে, জীবের বিলাস মোহে,
ভব-কুজ্‌ঝটিকা'দয় জীবত্ব আশায়।
অথচ চিদংশ সিন্ধু, মায়া আস্ফালন বিন্দু,
জলের তরঙ্গ যথা জলধি হৃদয়ে,
সত্ত্ব-রজস্তমোভরে, অহহং ব্যাপ্ত এ সংসারে,
অভিব্যক্ত বহু ভাব প্রকৃতি আশ্রয়ে।
ত্রিগুণে রচিত বিশ্ব, অহহং দরশনে দৃশ্য,
দৃশ্যের সৌন্দর্য্য-মায়া শিব-স্ববাসন।
প্রকৃতি প্রকাশে-ভাগ্য, জীবের জীবত্ব যোগ্য,
ভ্রমে জীব ভাগ্যভোগে—নিয়তি লিখন।

ভাগ্য ক্রিয়া উদ্‌যাপনে, জীবের জীবত্ব প্রাণে,
নিয়তি গম্ভীর-নাদে করিছে ঝঙ্কার ;
নিয়তির পদভরে ধরা তোলপাড় ।
নিয়তি ভূকম্পে ঘন, বিকম্পিত ত্রিভুবন,
বিনীত বাসুকি-ফণা, বিধূত অমর—
সদা ভাগ্যদাহে দগ্ধ জীব-জন্তু-নর !
দুঃখের প্রবাহ শুধু, বিলাপ-আহব ধূ ধূ—
প্রজ্জ্বলিত মর-ভূমে নিয়তি ভবনে ;
কাঁদে কত নরনারী নিয়তি-লিখনে ।
কাঁদে ক্ষুদ্র ধনী মানী, কাঁদে মত্ত অভিমানী,
বিষাদ সন্তাপ-ধ্বনি আকাশ নিস্বনে ;
বহিছে অজপা সদা মানব জীবনে ।
অনাদি-নিধন ময়, নিয়তির গতি বয়,
কোথাও বা হু হু শব্দ হা হুতাশময় ;
কোথাও বা মৃগতৃষ্ণা ক্ষুৎপিপাসায় ।
নদীর সৈকতে, জলে, শ্মশানেতে চিতানলে,
মরুভূমে, ভাস্করে, সংসার কান্তারে,
নিরন্তর সর্ব্বচর দুরভাগ্য ভবে,—
নিয়তি হুঙ্কার নাদে, প্রতি শব্দ প্রতি নাদে,
সমীর সঞ্চারে কাঁদে বিশাল গগনে !
মানব জীবনে তাপ নিয়তি-লিখনে ।
দুরভাগ্যে দেহ মাজি, সুবুপ্ত সংস্কার আজি,
ভ্রমিছে পিশাচী মায়া মানব জীবনে—
মানবে পাশব ভাব নিয়তি ছলনে ।

স্থির নির্ভীকতা ধীরে, চলি গেছে বহু দূরে,
সাধনা বিচ্যুতি আশা নিয়তি নগরে—
জীয়ন্ত—জীবন-মৃত নিয়তি হুঙ্কারে।

মহামায়া স্বতা ছলে, সংসার-বাসনা খেলে,
জীবের জীবনে তমঃ-সুখ আশা ছায়;
যথা কুজ্ঝটিকা বলে ত্বিষাম্পতি আচ্ছাদিলে,—
আকাশে জলদ ছায়া ধরা অন্ধকার।

যে আশা পূরণে আসা, ভবে সে আশা দুরাশা,
স্থূলেতে নির্ম্মূল-জীব—সংসার বিলাসে;
জীবনে অবিদ্যা খেলে, দুরদম ভাগ্য ভালে,
সহস্র তুফান বহে নিয়তি উচ্ছ্বাসে;
কৃতকর্ম্ম কর্ম্ম ভোগে, দুঃখ অবসাদ রোগে,
অনৃত উপাধি মাঝে জীবন অসার।

অসার নিয়তি-বাসে, অবিদ্যা নিয়তি'কাশে,
নিয়তি কিঙ্কর নর বহু ষড় ভার।

আহা! কি অদৃশ্য গতি, বিশ্ব চরাচরে গতি,
মায়া-বিভীষিকাময়ী দুর্ম্মদে নিয়তি!
কভু অগ্নিময় মূর্ত্তি, কভু দিবাকর জ্যোতি,
কভু রাহু বেশে ক্রূরা গ্রাসে ত্বিষাম্পতি।
কখন জলদে নাদে, দামিনী চমকে-কাঁদে,
বরষে মূষল ধারা ডুবাতে সংসার।
কখন প্রচণ্ড করে, জীবগণে দগ্ধ করে,
কভু বা শ্মশানে কাঁদে, শোকে দহে নর।

বৈরাগ্য উচ্ছ্বাসে নিয়তির প্রতি

কভু অট্টালিকা'পরে, কখন পর্ণ কুটীরে
কভু বা ধনীর দর্পে স্বার্থের গরবে ;
ধরাতে না দেয় পদ, পেয়ে চতুষ্পদ পদ,
অমনি মুচকি হাসে—দুর্ভাগ্য আরাবে।
উলটি পালটি বিশ্ব, দেখায় বিচিত্র দৃশ্য,
আবর্ত্ত বিবর্ত্ত ঝঞ্ঝা বায়ু গতি ভরে!
সংসার অরণ্য হয়, সাগরে পর্ব্বতোদয়,
অরণ্যে তুফান বহে তরঙ্গ হুঙ্কারে।
আবার অদৃশ্য করে, অবিদ্যা স্নেহের ভরে,
প্রসবে অগণ্য জীব বীজে বীজ রয় ;
জীব জীবত্ব আধ্যাসে, নিয়তি ললাটে হাসে,
ধরণী আনন্দে ভাসে নিয়তি মায়ায়।
পুনর্ব্বার দেখ রঙ্গ, শান্তি করিবারে ভঙ্গ,
সমাজ গঠন ভঙ্গ বিশৃঙ্খল মুখে—
অথবা সমরে পশি, করে ধরি ধ্বংস-অসি
বা মুখে রক্তধারা পান করে সুখে!
অমনি জীবের ভালে, পতন অশনি খেলে,
বিষাদ সন্তাপ স্রোত বহে ধরাতলে।
কাঁদে কত রাজরাণী, কাঁদে কত ভিখারিণী,
গরজে বৈধব্য শিখা নিয়তি সঙ্কুলে।
অয়ি নির্দ্দয়ে নিয়তি! কোথা শিখেছ এ রীতি?
ভাগ্য উৎসাদন আসে গ্রাসিছ সংসার।
জীব জন্তু কীট আদি সবে তোর গতি বিধি
"আব্রহ্ম তৃণ পর্য্যন্ত"—গতি দুর্নির্ব্বার।

বিবেকী-বিলাপ।

কখন রাক্ষসী বেশে কখন মদনোল্লাসে
কভু ভণ্ড যোগী কভু যেন ভিখারিণী;
পূরণে ধাও, যারে পাও তারে খাও,
পাশবে মগনা ক্রূরা সর্ব্ব উৎসাদিনী।
বাল বৃদ্ধ সদ্যোজাত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সুত,
যাতুক আদিম ম্লেচ্ছ কিবা পশুচয়;
নাহি জাতি বর্ণ ভেদ, আকার আশ্রম বেদ,
অবচ্ছেদ কোপে তোর সব ভস্ম হয়।
তার পৈশাচিকা বলে অকালে কালের কোলে
মাতৃগর্ভে হত জীব—অদ্ভুত ঘটন!
শ্মশানে কঙ্কাল ভরা, হাড় মাংস পচা মড়া,
দুর্ব্বিনীতে! সেই তোর বিলাস-ভবন!
শরীরী অন্তরে ত্রাস— তোর দর্পে সর্ব্বনাশ!
তৃষ্ণি জীবকুলে মরু তুই সর্ব্বনাশী;
মানব জীবনে মায়া, মুমূর্ষুর কাল ছায়া,
হতভাগ্য ভালে তুই দুরভাগ্য মসী।
পিশাচি,—রাক্ষসি ক্রূরা! জীব লয়ে কর ক্রীড়া
সর্ব্ব উৎসাদন মুখে গ্রাস চরাচর!
তোর কোপে মুর-অরি স্বর্গধাম পরিহরি
গণ্ডকী শিলায় বক্ষে অযুত বৎসর।
তোর দুরদৃশ্য বলে কলঙ্ক রাঘব কুলে
রাঘব-মানস-বাঞ্ছা পশিলা পাতালে;
গগনে কলঙ্কী শশী মুখে মাখি তমোমসী
ক্ষয়োদয় ভারে ম্লান নিয়তি সঙ্কুলে।

মায়া-প্রলোভনে উৎকণ্ঠা।

অযোধ্যা ডুবিল জলে নাশিলি কৌরব-কুলে,
সরস্বতী নদী জলে চন্দ্রবংশ ছার।
অহো! ধিক্ ধিক্ তোরে! ধিক্ তোর অদৃষ্ট করে,
কালামুখি, ধিক্ তোরে ধিক্ শত বার!
যে দিকে ফিরাই আঁখি, জলন্ত শ্মশান দেখি,
চিন্তানলে দগ্ধ জীব বিধির মনন;
মেঘে নাই জল বিন্দু, বিশুষ্ক হৃদয়-সিন্ধু,
পিপাসায় ফাটে বক্ষ জীয়ন্তে মরণ।
এই কি বিধির খেলা! এই কি জীবত্বলীলা—
অথবা নিয়তি ক্রূরা সর্ব্ব উৎসাদনে?
ধ্রুবতর দূর হতে— ভাল তলে অলক্ষিতে
সংহার আহুতি দেয়—অদৃষ্ট সন্ধানে।

মায়া-প্রলোভনে উৎকণ্ঠা

অব্যক্তা নাম্নী পরমেশ-শক্তি
রনাদ্যা বিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা॥
কার্য্যানুমেয়া সুধিয়ৈবমায়া.
যয়াজগৎ সর্ব্বমিদং প্রসূয়তে॥

বিবেকী-বিলাপ।

(১)

দেখ জীব ! —
বিলাস লালসা পূর্ণ হৃদয় আগারে
কোথা স্বভাবের হাসি ?
প্রকৃত মাধুর্য্য রাশি !
সরস মানস অজ্ঞ অজ্ঞান ঝঙ্কারে !
ঐ শব্দ গন্ধ রূপ রস,
সৌগন্ধে ব্রহ্মাণ্ড বশ,
চঞ্চল-জীবন-বায়ু মানস-আকাশে —
নির্জ্জীব জীয়ন্ত জীব অবিদ্যা আবেশে।

(২)

অবিদ্যা কুহক মোহে চিন্তাকুল মনে
সংসার সৈকতে বসি
সদা নেত্র জলে ভাসি,
নিয়তি উজান গতি জীবন জীবনে।
দুরভাগ্য শিখা ভালে,
চিত্তে চিন্তানল জ্বলে,
আলস্য আকাঙ্ক্ষা তমঃ গরজে ভীষণ !
অন্তর অন্তরে দগ্ধ জীব আজীবন।

(৩)

অন্তর-অন্তর-স্তরে জ্বলিছে আগুন !—
নিবিয়া না নিবে হায় !
সদা বুক ফেটে যায় !

মায়া-প্রলোভনে উৎকণ্ঠা

এত যে যাতনা তবু জাগে না পরাণ !
বল, শুনি কোন্ প্রাণে
কা'র বলে পোড়া প্রাণে—
হাসিছ পরাণ হৃদে ? চক্ষের উপর—
অন্ধতম দুরদম অজ্ঞান বর্ব্বর !

(৪)

বলিতে বাসনা সদা হৃদয় বেদনা-
বলিতে পারি নে নিতি,
এ তোমার কি যে রীতি !
বিক্ষেপ-বিকারে সদা জীবনে যন্ত্রণা ;—
তথাপি সানন্দে নিত্য—
পাশব আচারে মত্ত,
আত্মতত্ত্ব পরিহরি ভবে আনাগোনা ;
দগধ পরাণে হাসি— অহো কি লাঞ্ছনা !

(৫)

এ হাসি ত ভাল নয় ! এ কি সেই হাসি—
যে হাসিতে দৈত্য পতি
পাসরি স্বীয় শকতি
অকূল পাথারে ভাসে রসাতলে পশি ?
অথবা দণ্ডকারণ্যে
দশানন দশাননে
হাসিল মারীচ মুখে হেম মৃগ ছলে—
মজাতে কর্ব্বুর কুল সীতা শোকানলে ?

(৬)

এ হাসিত ভাল নয়! এ কি সেই হাসি—
যে হাসি দেখিয়া দৈত্য
তুচ্ছ করি স্বর্গ মর্ত্ত,
পর্ব্বত শিখরে হত জগদ্ধাত্রী করে ?
কিম্বা সুন্দ উপসুন্দ
অপ্সরা মুখারবিন্দ
নিরখি নয়নে, ছিঁড়ি একতা বন্ধন—
কামবশে আত্মদ্রোহে অকালে নিধন ?

(৭)

এত যে বুঝাই তোরে, শ্রবণ বধির!
তবু যে ইন্দ্রিয় বলে,
বীরদর্পে কুতূহলে,
হাসিছ অসার হাসি উপাধি সঞ্চার—
নিমিষে মিশিয়া যাবে,
নিরয় উচ্ছ্বাস র'বে,
বীর-গর্ব্ব হবে খর্ব্ব ঐন্দ্রিক হুঙ্কার—
নিরয়ের তমঃশিখা দহিবে অন্তর।

(৮)

অনাদি-নিধন ভবে সকলি অসার!
আপাত সুখের বটে,
চরমে কপাল ফাটে!
ভাঙ্গা কাটা যোড় দে'য়া অতীব দুষ্কর!
তাই বলি বার বার,
মস্তকে সংসার ধর,

অসারত্ব পরিহরি— খুলিয়া অন্তর,
ঢাল এ সংসারে বারি মমতা আসার।

(৯)

জীবের জীবন-ধন বিবেক রতন,
অবিদ্যা আঁধার ঘরে
অজ্ঞান রাহুর করে,
নিয়তি নিয়ত হরে, জীবের মরণ;
জীবের সুহৃদ্ বায়ু
নিত্যধন পরমায়ু
হইতেছে অপচয় যাবত জীবন,—
পূরা'তে বিধির আশা নিয়তি লিখন।

(১০)

অন্ধতম অজ্ঞ জীব! চাও প্রাণ পানে—
দেখিবে নয়ন ভোরে
ভবে মরু ধূধূ করে!
প্রচণ্ড সমীর ডরে পশিবে শ্রবণে—
হা হুতাশ হুলু রব,
মর্ত্তের স্বার্থ গরব,
দাম্ভিকের দাম্ভিকতা— অবিদ্যা তাড়নে,
বিলাসের ভীম শব্দ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

(১১)

একি! একি!—কেন ম্লান সমগ্র মেদিনী?
পয়োধি সলিলে হেন
দাহিকা শকতি কেন?

কেন হাসে মনঃসুখে অনাদি চারিণী ?
চেয়ে দেখ বাম ভাগে—
সদা আসে অনুরাগে,
নিয়তি কপাল চুম্বি করাল বদনী ;
অই যে গরজে পুন জ্বলন্ত-অশনী !

(১২)

কাঁদে শিশু মাতৃহীন পুত্রহীন পিতা,
কাঁদে নর নারী শত,
হতভাগ্য তোর মত
মায়া মোহে হারাইয়া আত্ম স্বাধীনতা ;
জন্ম জন্ম ভুঞ্জে দুখ
অবোধ পামর মুখ,
জীবনের চির ভার মোহ ব্যাপকতা—
আলস্যের কর্ণে শুনি জড়তা বারতা !

(১৩)

আহা জীব !—
বিলাস-বাসিত কুঞ্জে মাধুরী কোথায় ?
কই সে স্বতন্ত্র'কাশ
প্রেমভক্তি পুষ্পবাস,
সুরভি প্রসূনে কেন হৃদি জ্বলে যায় ?
বিশুষ্ক বিশুদ্ধ পদ্ম,
নীরস-হৃদয় সদ্ম,
প্রাণ অলি-রবে কেন শ্রবণ জ্বালায় ?
কেন হেরি মধুরিম গাঢ় কালিমায় ?

(১৪)

হৃদয়ের প্রতি কক্ষ জীবনের ভারে
নীরবেতে জড় ভার
বহিতেছে নিরন্তর,
শূন্য প্রাণ শূন্য মন জড়ের ভিতরে;
অনাদি জড়েতে পাশি,
অনাদি জড়েতে মিশি,
অনন্ত মিলন আশা— পতিত কান্তারে।
তাই কি হুতাশ বহে মানস অন্তরে?

(১৫)

বাল ভানু করে হায়! কালিমা ছাইল!
প্রভাত লাবণ্যে হেন
তমঃ প্রকাশিল কেন?
নির্ম্মল গগনে কেন অশনি গর্জ্জিল?
হৃদয়েতে স্থান নাই,
কোথা যাই? কি বালাই!
এ পোড়া অদৃষ্ট গুণে— সু আশা নির্ম্মূল!
নিয়তি লিখন ভালে অজ্ঞাতে উজিল।

(১৬)

হেন কালে অকস্মাৎ কে যেন কহিল;—
"কে তুমি, অমর বলে
পেয় ত্যজি শ্রেয়োজলে
মিটাতে সংসার তৃষ্ণা পুলকে বিহ্বল?

সংসার আনন্দময়,
ভোগ্য ভোগ সুখময়,
সাধনে পিপাসা বাড়ে— শরীরী বিকল,
সংসার বিলাসে সুখ, বৃথা যোগ বল।

(১৭)

"ত্রিদশ নিন্দিত ধাম, বিলাস সংসার,
কামনার অভিমত,
দৃশ্যের মাধুরী যত,
অতুল মাধুরী পূর্ণ, সাধনা কি ছার!
সংসারের নাহি অন্ত,
সুখ ভুঞ্জে ভাগ্যবন্ত,
উজীর, নবাব, রাজা, অবিদ্যা কুমার,
ধরা সরা-সম জ্ঞানে সানন্দ অন্তর!

(১৮)

"চারু ভুরু সুরবালা, নব-বিনোদনে,
নিত্য নব নব ভাবে
মনোভব উৎসবে,
কটাক্ষ ভ্রূকুটি-ভঙ্গী অমৃত বর্ষণে,—
অকাতরে করে দান,
তুষিতে জীবের প্রাণ,
জীব জন্তু কিবা পশু রতির মিলনে;
সাধনার চির ফল পায় প্রতিক্ষণে।"

(১৯)

দেবি!
যা কহিলে সব সত্য— মানব মোহিনি!

আমি অতি ক্ষুদ্রতম
নাহি বুদ্ধি দেবোপম,
তাই নিত্য জ্বলে হৃদে জ্বলন্ত অশনি ;
কিন্তু সাধকের পক্ষে,
সমধান সম বক্ষে,
পশে কি অবিদ্যা মায়া জীবন-নাশিনী !
জলদে উদে কি তৃষ্ণা— গর্জ্জিলে অশনি ?

(২০)

মায়া-কুজ্ঝটিকা ময় বিলাস সংসার
আবৃত্তির আবরণে
অজ্ঞানীক জীব প্রাণে—
উদে দুঃখ প্রাণভরা— সংসার বিকার
সাধনে, সা-মায়া নষ্ট,
মানবের সিদ্ধ ইষ্ট,
বিবেক সহায়ে জীব হয় ভবে পার
মেদুর সমীরে কভু দহে কি অন্তর ?

(২১)

প্রমত্ত কামুক চিত্ত বিলাস-কাননে,
মায়া রঙ্গে দেহ মাজি,
মায়া মোহে সং সাজি
তৃণাবৃত কূপ যথা- নিয়তি ভবনে
ক'সে বাঁধে ধড়া চূড়া,
চীৎকারে কাঁপায় ধরা !

ষড় রিপু দেয় সাড়া   সন্ধ্যাব-বন্দনে,—
মীনধ্বজ দেয় দীক্ষা   শোণিত-শোষণে।

(২২)

কিন্তু দেবি!
বিবেকী জীবনে মায়া   বিদ্যা গুণ ভরে,—
সত্ত্বগুণে দেহ মাজি
ভিতরে মহত্ত্ব রাজি,
সাজায় বিজ্ঞান ভাবে   বিবেকী নিকরে;
কারণের বিশ্বভেদী
মূল প্রদর্শন বিধি
যতনে শিখায় নিত্য   স্বপ্রজ্ঞা গভীরে—
পরামনে পরামন্ত্রে—   পুলক অন্তরে।

(২৩)

কিন্তু বৎস!
অনন্তে ভাসায়ে প্রাণ,   মুহূর্ত্তের তরে
সুস্থির হইতে নারি
কামনার কর ধরি,
আকাঙ্ক্ষা সাধন-চ্যুতি—   উপাধি-মন্দিরে
বসাই মানবগণে,
রক্ষা-মন্ত্র পড়ি কাণে,
যতনে পরায়ে দিই   শরীরী শরীরে,
দম্ভ হিংসা অষ্ট ভূষা   অতীব আদরে।

(২৪)

ধর, ধর, আর্য্যসুত!   ভারত-ভূষণ,-

বাবু-গিরি, চাপদাড়ি,
আসব, পাশব, ছুঁড়ী,
গাড়ী, ঘড়ী, জুড়ী, ছড়ি, শ্বশুর-নন্দন,
নাপিত, নিষাদ, ভাঁড়,
শ্বশুরালয় কর সার—
পাবে নিত্য নব সুখ কি ছার সাধন !
মরা গরু ঘাস খায়— মূর্খের বচন !

(২৫)

মঞ্জুল নিকুঞ্জ বাসে বিলাস-মিলনে

তুচ্ছ হবে মোক্ষপদ,
অক্ষয় অতৃপ্ত করে ভোগ পরিমাণে !
ঘুচিবে মনের দুঃখ—
পাইবে অতুল সুখ,
আর্য্যের আঁধার ঘরে— বিলাস ভবনে
জ্বলিবে মানের বাতি !— কি ফল সাধনে ?

(২৬)

আর্য্যভূমে নব রসে মাতাও পরাণ !
পাইবে অতুল শান্তি,
নিত্য শান্তি আশা ভ্রান্তি,
ভ্রান্ত জীব ভ্রমে ত্যজি নিয়তি ভবন—
নীরাগ বিরাগ সাথে
গম্ভীর সাধনা-পথে,

শান্তি পাশে কৃচ্ছ্র ব্রতে দিন অনুদিন,
দগ্ধ করে বরবপু, লিঙ্গ পরিমাণ।

(২৭)

জীবের নিপাত অস্ত্র ভবিতব্য করে,
মানব কামনা ভরে
নিয়তি বিকারে মরে,
অমনি অবিদ্যা খেলে মানব অন্তরে;
মানবে মুমূর্ষু ধ্বনি
নিয়তি নিস্বনে শুনি,
বিকট করাল-শয্যা বিছাই প্রান্তরে,—
কাঁদি আমি মায়া ভরে শরীরী গরীরে!

(২৮)

সত্য ভগবত ভক্ত দুই এক জনে—
সাধনা ভাস্কর রাগে,
আত্ম-মন্ত্রে রাজযোগে,
বিকল করিত মোরে, সতে স্বচেতনে;
সে কালে মনের খেদে
সতত আকুল হৃদে,
ভাসিতাম অশ্রুজলে অনাদি শরীরে,
বাজে হৃদে এবে যেন স্বপন ঝঙ্কারে!

(২৯)

তাই বলি বৎস!
সে পথ বিপথ-কূট, অগম্য ভীষণ!

শরীর পতন হবে,
অশেষ যাতনা পাবে,
তবু হবে কি না হবে অনন্ত দর্শন।
অনন্তের নাহি অন্ত,
অনন্ত অনন্তে ভ্রান্ত,
ভ্রান্তি পরিমাণ মায়া চিৎ-স্ববাসন,
ভব-ভ্রান্তি জীব ভাব— প্রকৃতি

(৩০)

অব্যক্ত-অনন্ত-ব্যাপ্ত অনাদি-নি
যে দর্শনে অহো জীব!
কপিল, শঙ্কর, শিব,
জনক, নানক, শুক, অনিত্য ভুবনে
নিরখি চৈতন্য চক্ষে
মজিলা সংসার বক্ষে,
সে দৃক্ দর্শন জ্যোতি নাহি এ ভুবনে-
রাহুগ্রাসে চন্দ্র যথা মায়া স্বচেতনে

(৩১)

ভারতের অলঙ্কার অবিদ্যা ভূষণ-
দেও ধনি-মানিগণে
সাজাও অবিদ্যা মনে;
কেন মা, ক্ষুদ্রের প্রাণে হাণ তমো বাণ
বাসনা হবে বাসনা,
মন আশা পূরিবে না,

দরিদ্র নয়নে কাচ মণির সমান!
ভিখারী কি চেনে কভু রত্নসিংহাসন?

(৩২)

যে সাধ মিটাতে আসা— কেন সাধ বাদ?
ছাড় মায়া, দেও পথ,
মিলিব সুহৃদ সাথ,
নারিবে রোধিতে পথ— ঘটাতে বিপদ্;
তমো যথা রবি করে
কাল ভয় স্মরহরে,
মহতের ক্ষুদ্রে দয়া, মায়া প্রতিবাদ--
মায়ামায়া কার্য্য যত নশ্বর আস্পদ।

(৩৩)

দেবি!
পরাণের সখা মোর আছে এক জন,
অনন্ত হৃদয়ে বসি
অনন্ত হৃদয় মসী
সুবিমল প্রজ্ঞা করে করে নিরমাণ;
মানবে পরায় মন্ত্র,
বাঁধি দেয় বীজ যন্ত্র,
অজ্ঞাতে শিখায় জীবে নিয়তি খণ্ডন—
অভাব পূরণে মায়া স্বভাবে মোচন।

(৩৪)

স্বজাতি-প্রিয়তা পণ উদ্যম উল্লাসে—

দয়াদান আত্মার্পণে
উদিবে দৃঢ়তা মনে,
অষ্ট পাশে বাঁধি পাশে বসি জ্ঞান পাশে
হেরিব বিস্ময় নরে
চিন্ময় আনন্দ ভরে,—
জ্ঞান-পুণ্ডরীক-জ্যোতি আনন্দ উচ্ছ্বাসে!
কোথা যাও অয়ি মায়ে! দীনা হীনা বেশে?

(৩৫)

সত্য তব বাক্য দেবি! এ ভব আহবে
নিয়তি কিঙ্কর জ্বলে,
কলুষ পাবকানলে,
জ্বলিছে ভারত নিত্য মদন উৎসবে;
অন্নময় জড় দেহে
বুক প্যাতি ক্লেশ সহে,
শত বজ্র শিখা হৃদে কে আর চাহিবে?
স্পর্শিতে কি ইচ্ছা হয় শ্মশানের শবে!

(৩৬)

বিশুষ্ক বিজ্ঞান-তরু সাংখ্য লতাচয়,
বিদগ্ধ দর্শন-কুল
শুষ্ক তরু শুষ্ক ফুল
শ্রুতি শুষ্ক, রব তীব্র, শ্রুতি সুখময়,
ভারতের চিরব্রত—
চির দুঃখে অভিভূত
কাল পেচকের রবে গাঢ় কালিমায়—
ভারত নিদ্রিত ভবে মায়ার মায়ায়।

(৩৭)

দেখ দেবি, অই দেখ! স্মৃতির সদনে—
অই তমোরাশি মাঝে
পাশমুক্ত বজ্র রাজে
অব্যক্ত বিমল জ্যোতি বিশাল গগনে!
তব কূট মায়া ছলে
সদা যেন তমঃ খেলে—
অগুণে আধার ভরা— অবিদ্যা তাড়ণে;
সংসার দহিছে তাই দারুণ দহনে।

(৩৮)

কিন্তু দেবি!
ক্ষুদ্রের মহতে গতি বিচিত্র মিলন!
চিন্ময় মাধুর্য্যে ক্ষুদ্র,
স্ব স্বভাবে ক্ষুদ্র রুদ্র,
দৃক্ দরশনে হয় ক্ষুদ্রত্ব মোচন;
চিন্ময়-মহিমা-রাজি
বিকাশি আতস বাজী,
অই তমোরাশি মাঝে বিতরে কিরণ!
ক্ষুদ্রের জীবনে হয় পীযূষ বর্ষণ।

(৩৯)

সংসার-বিলাসে মায়া— নিষ্কাম সংসারে,
মায়া কায়া ছায়া সম,
ভূতপ্রাপ্তি ভাগ্য ভ্রম,
ক্ষুদ্রের মহতানন্দ— বিবেক বিহারে;

বিবেক জীবন ভূষা
কর্ম্ম ভোগ মায়া নাশা,
মরা বাঁচা সম জ্ঞান সাধু রীতি মরে—
তরাসে কি সাধু কভু মায়ার ঝঙ্কারে ?

(৪০)

জাতি, দেশ, বর্ণভেদ, ভেদ ধর্ম্ম নীতি,
সাধক জীবনে ক্ষয়
যথা জলে জল লয়,
একতা বন্ধন গুণে সুখ নিতি নিতি ;
জীবনের চির আশা
অনন্ত জীবনে মেশা,
এখন (ও) সংসার হৃদে— যেন চন্দ্রদ্যুতি—
"কীর্ত্তির্যাস্য স জীবতি"—উজলিছে ভাতি !

শোক-শান্তি।

মায়াকার্য্যং সর্ব্বমহদাদি
দেহপর্য্যন্তমসদিদং।
অনাত্মত্বং বিদ্ধি ত্বং মরু
মরীচিকাকল্পং ॥

(১)

বসন্ত পাদব যথা নিদাঘ পরশে,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-করে নিমীলিত হয় ;
কিম্বা নিশা অমা তিথি আঁধার আবেশে
তেমতি সংসারে নর স্তিমিত মায়ায়।

(২)

হা অদৃষ্ট! এ সংসারে অনাদি কান্তারে,
কত আর সহি দুঃখ,—জীবনের ভার!
আলস্য আকাঙ্ক্ষা আহা! বিষদংশ নরে,
মত্ততায় মত্ত জীব মর্ত্তের ভিতরে।

(৩)

প্রখর ভাস্কর করে নিশার বিলয়,
বিনোদ শশাঙ্ক-দ্যুতি উষার সুষমা
বিশাল গগন গর্ভে প্রভাতে মিশায়,
অক্ষত কেন রে জীব! নিপাত গরিমা?

(৪)

পলে পলে মরুভূমে মায়াতৃষ্ণা ছলে,
গরজে অশনি মন্দ্র—জীমূত দিনাদে ;
এ কি বিপর্য্যয় দৃশ্য ! সংসার কলিলে,—
যেন বিশ্ব ডোবে ডোবে নিরয়ের হ্রদে।

(৫)

বুঝেছি বুঝেছি, অহো ! এ পাপ সংসারে—
সরলতা, মধুরতা, প্রীতি, প্রেম, দয়া,
চিরবদ্ধ, অনাহত—আলস্য নিগড়ে ;
স্বাতন্ত্র্য বর্দ্ধক-মন্ত্র পড়ায়েছে মায়া।

(৬)

মায়া করে নিষ্পেষিত জীয়ন্ত জীবন।
শ্মশানের শব যথা জড়ের আকার ;
উন্মত্ত প্রমাদে মুগ্ধ নশ্বর ভবন !
কোন্ মুখে হাসিতেছ জড়ের ভিতর ?

(৭)

যে দিকে নিরখি, সেই দিকে দেখি—
কাঁদিছে সংসার, অশ্রুময় আঁখি,
শোকের নিস্বনে প্রতিশব্দ সখী
আকাশে কাঁদিছে সমীর ভরে।

(৮)

শ্মশানে চিতায় শবের দহনে,
সংসারে জীবের স্বার্থের আননে,
তটিনী প্রবাহে, পর্ব্বত কাননে,
সর্ব্বত্র বিষাদ আঁধার মরে।

(৯)

পণ্ডিতের মুখে কুতর্ক হুঙ্কার,
কবির হৃদয়ে কল্পনা বিকার,
মানব আচারে নাস্তিক ব্যাভার,
সংসার হৃদয়ে বিষম রোগ।

(১০)

ব্যাধি প্রপীড়নে অকাল মরণ,
শিশুর হৃদয়ে পাপের জ্বলন,
ঔষধ! ঔষধ! চীৎকার ভীষণ—
ঔষধ সেবন বিলাস ভোগ।

(১১)

হংস, অবধূত (উদরের দায়)
সন্ন্যাসী, ফকীর পাড়ায় পাড়ায়—
যাচে মুষ্টি ভিক্ষা কূট কামনায়,
চিহ্ন মৃগছালা মালা কৌপীন-

(১২)

যোগী যতি বুধ বসি যোগাসনে,
নগর বাহিরে নদীর পুলিনে;
যেমতি রাবণ পঞ্চবটী বনে
হরে যত কুলবালার মান।

(১৩)

ধৃতী, ক্ষমা, দম, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ,
প্রতিজ্ঞা, উদ্যম, সাহস, উৎসাহ,
পরার্থ-পরতা, জীবনের সহ
বিস্মৃত সংসার স্বার্থের রোলে।

(১৪)

হাসে উচ্চ হাসি জীবনের ভারে,
ভাসে কুতূহলে কলুষ পাথারে,
গর্জ্জে সিংহনাদে ব্যসন বিহারে,
বিশেষ ভারত সংসার তলে।

(১৫)

মায়া আবরণে ভারত মলিন,
বিক্ষেপ তাড়নে দিন অনুদিন
বৈধাবৈধ হীন—চেতনা বিহীন,
বিশাল হৃদয়ে কালিমা ভরা!

(১৬)

স্বধর্ম্ম পালন, স্বলক্ষ্য দর্শন,
ধ্যান সমাধানে নিয়তি খণ্ডন—
বিস্মৃত ভারত অনাদি নিধন;
যেমন শ্মশানে বিকট মড়া!

(১৭)

যোগ অন্তর্হিত বিলাস শয়ানে,
আত্ম দৃষ্টি অন্ধ ইন্দ্রিয় তাড়ণে,
ভারত নিদ্রিত অনাহত মনে,
শঠতা চাতুরী যোগের প্রাণে।

(১৮)

যোগ শব্দে রতি, মদন মিলন,
যোগ অর্থে স্বার্থ—অঘট-ঘটন,
যোগের মিলন—স্ব স্বধর্ম্ম-নাশন
বিশাল ভারতে—ভারত প্রাণে।

(১৯)

অসার সংসারে অসার আচারে,
অসার ভারত আশার বিকারে,
হৃদয়ে কালিমা আনন্দ বাহিরে,
মিটায় পিপাসা আসব মদ্যে!

(২০)

ভ্রূণ স্ত্রী হত্যা, পাপ বলাৎকার—
অধুনা ভারতে সাধনের সার
সাধনা-সুষমা জীবনের ভার!
কি সাধে এ পাপ অবাধে সাধে?

(২১)

ভারত সন্ন্যাসী আত্ম-জ্ঞান-চর
উপদেশ দানে পণ্ডিত প্রবর—
আসুরিক বৃত্তি অন্তর ভিতর!
আহার, মৈথুন, বিলাসে দড়।

(২২)

বিচারের কালে পুঁথি পাঁজি খুলে
আকাশ পাতাল তুলাদণ্ড তুলে—
চড়েন নবমে স্ব-ওজন ভুলে,
গৃহিণীর তুলে গরব ছার!

(২৩)

আর্য্য নাম ভুলি ভারত নন্দন
কটু-বাক্-পটু ভাঁড়ের মতন,
বিচিত্র দর্শন-দৃগ্-দরশন
সংস্কারহীন শব সব ভুবনে।

(২৪)

যে অণু মিলনে কল্পনা রচিত,
যে অণু দর্শনে ভারত পূজিত,
যে অণু অনন্ত ভারতে জাগ্রত—
রে ভ্রান্ত ভারত! গেছ কি ভুলে?

(২৫)

অই দেখ! চেয়ে নভোমধ্যস্থলে
তমোরাশি ভেদি স্বর্গমর্ত্ততলে—
শত বজ্র-শিখা গগন উজ্জ্বলে—
উজলে সংসার যাহার তেজে!

(২৬)

অই দেখ! খুলি স্মৃতির দুয়ার—
সেই তুমি, সেই হৃদয় তোমার;
কিন্তু তমোরাশি পূরিত অন্তর,
দেখিয়া দেখ না মরি যে লাজে।

(২৭)

ফুরায়েছে হাসি, আনন্দ উৎসব,
জেগে উঠে দেখ, সাধন বিভব,
মায়ার নিনাদে হয়েছে খরব—
অনন্ত দর্শন রাহুর মুখে।

(২৮)

আঁধারে আবৃত হৃদয় তোমার,
নিমিষে নিমিষে কেন বার বার
পোড়া মুখে হাসি, দগ্ধ কর আর
হৃদয় বিদারি বিকার সুখে?

(২৯)

আর্য্য-কণ্ঠাশ্রিত-রত্ন বিবেক বিজ্ঞান,
মায়া আবরণে ঢাকা আয়স সমান ;
অনশনে নাদ বালা,
জীর্ণ শীর্ণ রুদ্র মালা,
স্তিমিত ব্রহ্মণ্য তেজঃ যোগ সমাধান।
ভারত পতিত ভবে,
ভারতে নিদ্রিত সবে,
শবের শরীরে কভু সম্ভবে কি প্রাণ ?
নিয়তি বিজয় আশা অরণ্যে রোদন !

(৩০)

গম্ভীর সাধনে জীব উপাধি শরীরে
ভুত ভ্রান্তি মায়াবদ্ধ অজ্ঞান সংহারে—
ধরি জ্ঞান-তরবারি,
পাশবে বন্ধন করি,
বলি দেও চেতনা পদে বিবেক নিগড়ে।
কি কাজ ভাবিয়া আর ?
ভারত হয়েছে ছার !
ভারত ভাসিছে দুঃখে পয়োধি কান্তারে-
কেবল মিশিতে বাকি অসার আসারে।

(৩১)

পীযুষ পূরিত ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মন্থনে,
সুধা বিষ উপজিল চিৎ স্ববাসনে ;

বিষপানে দৈত্য হত,
জীব ভাবে জীবমৃত,
কুলপথে ব্রহ্ম-রন্ধ্রে বিবেক-ভবনে—
কর পান সুধা ধারা,
মায়া হবে জ্ঞান হারা,
বৃথা কেন চিরক্ষিপ্ত আসুরিক বলে—
বিশ্বজয়ী হও জীব, মমতা কৌশলে।

(৩২)

আনন্দ কানন শোভা প্রেম পারিজাতে
ভক্তি-সূত্রে-জ্ঞান-সূচে গাঁথ আত্ম মতে ;
দলি দুষ্ট রিপু দলে,
পরাও অনন্ত গলে,
অনন্তের চিত্ত স্নিগ্ধ অনন্তের চিতে ;
অসুর নির্ম্মূল হবে,
মরণে মঙ্গল পাবে,
বাজিবে ধর্ম্মের ভেরী অনন্ত জগতে—
ভবিতব্য দ্বার মুক্ত হইবে অজ্ঞাতে।

প্রকৃতির গীত।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।

সাংখ্য।

নিশীথ যামিনী, নীরব মেদিনী,
গাইছে কে ওই মধুর স্বরে ;—
"চেয়ে দেখ জীব, ভুল না ভুল না"
কে ওই বলিছে বিবেক ভরে ?—
"ভুল না ভুল না, মানব সুজন ;
অনাদি চারিণী নিয়তি ফেরে,
প্রেম অনুরাগে, আত্মযোগ যানে,
ভাসিয়ে প্রেমের পবিত্র নীরে।
এই অনুরাগ মনে যেন রয়—
তিনি এক বই দ্বিতীয় নাই ;
পুরুষ প্রকৃতি অভিন্ন মূরতি,
ভেদ জ্ঞানে কভু মুকতি নাই—
এই কথা যেন থাকে জীব মনে ;—"
কে ওই বলিছে স্বভাব স্বনে ?
চল চাই মন, নিকটে উহার,
নিশ্চল হৃদয়ে একান্ত মনে।

অই অনুরাগে অই মনে মন
মিলায় এ মন মধুর স্বরে ;
ভুলিব না আর এ জনমে নাথ,
গাই প্রেমোল্লাসে প্রণব ভরে।
প্রেমের সাগরে, প্রেমময় পদে,
প্রেম অনুরাগে বিরাগ রাগে ;
মিলিব দু জনে দহিবে না আর—
এ হৃদয়ে জীব কামনা রোগে।
আবার গাইছে, অই শুন মন !
অন্তরে দাঁড়ায়ে নবীনা বালা—
উলঙ্গ শরীর, বিমল প্রকৃতি,
স্বভাব চারিণী চিদংশ কলা।
অষ্টপাশ মুক্তা, লাজ হীনা মেয়ে
আনন্দ চারিণী অম্বর পথে,
কেবলি বলিছে— "ভুল না ভুল না
এস এই পথে বিরাগ সাথে।
যেই অনুরাগে প্রকৃতির সৃষ্টি
সেই অনুরাগে আবার লয় ;
দু দিনের তরে, নশ্বর জগতে
জীবের জীবত্ব উপাধি চয়।
ভুলি আত্ম তত্ত্ব, অভাব পূরণে ;
সংসার বিকারে মিশিয়া রয়,
সর্প বিষাধিক বাসনা বিষম ;
হ, বিজ্ঞানে গরল খায়!

অতৃপ্তি কামনা বৃশ্চিক দংশনে
সংসার বিলাসে বিভোর হয়;
স্বভাব ভুলিয়া ভৌতিক বিভবে
প্রমত্ত হৃদয়ে ডুবিয়া রয়।
জীবনের ভারে, কামনা নিগড়ে
মোহ পূর্ণ ধূ ধূ মরিচী তলে,
পতিত মানব নিরয় কলুষে
জনম জনম করম ফলে।
অই দেখ! চেয়ে নিয়তি নগরে—
বিলাস মন্দিরে মায়ার কোলে—
প্রতি পলে পলে ক্রন্দনের রোলে
হাস্যের উচ্ছ্বাসে নিয়তি খেলে।
যেমতি আকাশে বিজলীর ছটা,
তেমতি সংসারে মায়ার কাশ।
লয়ে জীবগণ ডুবায়ে কলুষে
মায়ার মায়ায় সরব নাশ।
কত শত জীব জীয়ন্ত জীবনে
মায়িক বিলাসে বিলাস মনে,—
কভু বা ডুবিছে কখন ভাসিছে
বিষয় দংশনে মরিছে প্রাণে।
কভু বা আহ্লাদে প্রমোদ কাননে
বিহরে প্রমদা প্রণয় হ্রদে;
কখন হুতাশে, বিষাদ উচ্ছ্বাস
আবর্ত্তে উজানে বহিছে হৃদে।

তবু ভ্রান্ত জীব, অনাহত মনে
নিপাতের পথ করিছে আলো ;
নিয়তি নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে
অবিদ্যার কোল সেজেছে ভাল !
এ পথে আসিতে, যদি কর সাধ
প্রতিবাদ সাধ মায়ার সনে,
সাধন ছুরিকা অলক্ষিত করে—
উচ্ছেদি মায়ার মোহ বন্ধনে।
বাক্য মন কর্ম্ম— এ তিনে একতা
অনুভূতি যোগে দেখ নয়নে—
এক মনে মন হইলে মিলন,
হইবে দর্শন সুহৃদ সনে।
অই দেখ বাছা, মাযা মায়াবতী
আবার ডাকিছে মায়ার ছলে—
ভুল না এ পথ, কোকিল কূজনে
মলয় হিল্লোলে মধুপ রোলে।
স্মর শরাসনে, অমোঘ সন্ধানে
না রোধে এ পথ ফুলের শরে,
মদনের আশা, রতি গরবিণী
না বাঁধে তোমায় প্রণয় ডোরে।
মায়া বিম্বাধরে, ত্রিলোক মোহন
মন্মথ চুম্বনে রতি বিহরে ,
রতি রস রঙ্গে— জীয়ন্তে মরণ,
কামুক জীবনে জীব সঞ্চারে।

চেয়ে দেখ জীব, চলনের ঠাট!
রতির চরণে ধরণী দাসী,
নির্জ্জীব জীবনে, ব্যসন স্বভাবে
রতি রস ভরা-কামনা মসী!
রতির অদূরে হৃদয় আকাশে,
মহাকাল দূত কৃতান্ত প্রায়—
পিঙ্গলাবরণ ভীম কলেবর
ঘুরিছে নিয়ত অজ্ঞান ময়!
কূট মায়া পূর্ণ সুপথ কণ্টক
বামাঙ্গে রয়েছে বদন মেলি;
প্রতি পলে পলে ষড় মোহ মন্ত্র,
পড়ায় মানবে অজ্ঞান বুলি।
প্রণব নিহিত, গম্ভীর সাধনে,
ব্রহ্মণ্য তেজঃ বা যোগের বলে—
এস এই পথে, নিবৃত্তির সাথে,
কুবৃত্তি নিবৃত্তি বিবেক রোলে।
অবলম্ব হীন, সাধন নির্ভরে
মন বায়ু দৃষ্টি মমতা হলে,
ভাসিবে আনন্দে তুরীয় সলিলে
খেচরী সহায়ে শাম্ভবী কোলে।
যে জ্যোতিঃ এ জড়ে চেতনা সঞ্চারে
পরা প্রকৃতির অবিদ্যা ছলে,
যে জ্যোতিঃ অভাবে পাঁচে পাঁচে মিশে
মায়া স্বরচিত বিভব ভুলে।

যে জ্যোতিঃ দর্শনে হর, স্মর-হর
কৃতান্ত বিজয়ী ত্রিকাল তরে ;
হেন জ্যোতিঃ ধারা যথা ফল্গু স্রোত
বহে কুল-পথে অনাদি পুরে।
তটিনী উরসে কনক মন্দির
যন্ত্র রঙে গঠা বিচিত্র শোভা ;
বিচিত্র দর্শন সাধক নয়নে,
অবোধ পরাণে ডাকিনী বিভা !
অস্ফুট অস্ফুট অনন্ত প্রস্ফুট—
বিদ্যা বিভীষিকা কল্পনা ছায়া ;
ঘোর তমোময় গুহ্য ক্ষিতি চক্রে
চক্রান্ত কারিণী মায়ার কারা।
ব্রহ্মাত্মক বীজ, চতুর্ব্বেদ ধারী
রজঃ দর্পে বিধি প্রকাশে বল ;
অবিদ্যা মানসে, কল্পনা বিলাসে,
প্রসবে কল্পনা ক্রিয়ার ফল।
তদঙ্কে কর্ণিকা শূলাষ্ট বেষ্টিত
ত্রিপুরা যন্ত্রেতে বজ্রাখ্যা মুখে—
স্থিরা সৌদামিনী কুল কুণ্ডলিনী
বিজলী খেলিছে বিলাস সুখে।
বায়ু রতি পতি রতির সংহতি
অব্যক্ত বিহারে মোহিছে জীবে ;
লিঙ্গ শিব দেশে শঙ্খ্যাবর্ত্তে মায়া
ব্রহ্মজ্ঞান ঢাকি বিহরে ভবে।

কুল কুণ্ডলিনী অন্তর নিহিত
গুণাতীত সৎ দর্শন আশে—
সাধন নির্ভরে, মানব সুজন
সমাহিত চিত্তে কামনা নাশে।
সুষুম্না গ্রথিত মেরু দণ্ড ছিদ্রে,
সাধিষ্ঠান দলে রাকিনী বালা;
বং-বীজ যন্ত্রে ঋতু সংখ্যা দলে
বিজলী বিহারে করিছে খেলা।
অহঙ্কার আদি, দুর্ম্মদ দানব
বিক্রম নিহত রাকিনী জ্ঞানে;
প্রশমিত রিপু, কু-আশার বল
প্রসবে সুফল সাধক প্রাণে।
অমৃত সঞ্চারে মণিপুর ধামে
পাবক পাবন পাবক বীজে;
'ফ' 'ড' বর্ণ চক্রে পোষিত নিয়ত—
ভুক্ত ভোজ্য বস্তু অনল তেজে।
তদঙ্কে লাকিনী, রুদ্র দেব সঙ্গে
বেদ বর্গ দানে কর্ণিকা জলে
অনাদি প্রমাণ নিত্য ভাসমান
মনাঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিহার ছলে।
মুনি মন শীল মনাঙ্গ প্রত্যঙ্গ
নিরখি গম্ভীর সাধন ভরে—
অনায়াসে পায় অনাহত পদ
আশাতীত ফল সাধন তরে।

অনাহত দলে সংশয় উচ্ছেদ,
'ক' আদি দ্বাদশ কাকিণী মুখে—
পারদ নিন্দিত বাণাখ্য ঈশান
মগন আসবে ত্রিনেত্রা-মুখে।
অতুল বিচিত্র যুগল মূরতি
বিরাজে জীবের হৃদি কমলে ;
কামনা সকল, সে রূপ দর্শনে,
পায় শক্তি জীব ত্রিনেত্রা বলে।
অনিমিষ ক্ষেত্রে, অনিমিষ নেত্রে
গম্ভীর সাধনে উপজে বল ;
যজ্ঞ সমাধানে অশেষ আনন্দ,
স্বভাব বিশেষে অনন্ত ফল।
রতি বায়ু-ভরে বিহরে অন্তরে,
রতি বায়ু-প্রেম বিলাসে মিশি—
রতির কামনা রজঃতমোচ্ছ্বাস
সত্ত্ব গুণ বলে পড়িবে খসি।
জলদ হৃদয়ে ক্ষণদা বিহারে
যেমতি পলকে চমকে প্রাণ—
তেমতি হৃদয়ে কামনার দ্যুতি
কামনা হননে অবিদ্যা ভাণ।
শ্রদ্ধার শরীরে নিষ্কাম কামনা,
যেমন প্রস্ফুট মুকুলে ফল ;
ফলের উদয়ে কলিত মুকুল—
তেমতি ভক্তিতে ক্রিয়া সফল।

বীরের বীরত্ব সমর মথন,
উপাধি মন্থন জীবের আশা ;
বিক্রমের কীর্ত্তি বিজয় পতাকা,
জীবনের কীর্ত্তি স্ব-প্রেমে ভাসা ।
মা-প্রেম মিলনে গম্ভীর সাধনে
পশিবে নির্ভয়ে অন্তর পুরে ;
অমনি তখন হৃদয় কপাট
খুলিবে মানস স্বভাব করে ।
হৃদি সিন্ধু জলে বিশদ বিশুদ্ধ
অরবিন্দ-দলে গোলক পুরে—
পঙ্কজ বরণী অজ্ঞান হারিণী
বীণাপাণী বাণী বিমল করে
বাজিতেছে বীণা অবিরাম গতি ;
রমা রমাপতি মিলন সুখে ।
কবির কল্পনা মায়ার বিলাস,
হৃদি-সর-প্রেম অগাধ জলে
সদা ভেসে যায় নিশ্চল প্রবাহে,
সাধক সাধনা আশক্তি বলে ।
(তথা) ধূষর বরণ ষোড়শ স্বদনে
দিগ্‌ভূজধারী 'হ'কার পতি,
শাকিনী অন্তরে গিরিজা সংহতি,
অভিন্ন প্রকৃতি উজলে ভাতি ।
কর্ণিকা মণ্ডলে, বিজ্ঞান প্রসূন,
নন্দন নিন্দিত অতুল গন্ধে ;

মোহিত গোলক, মোহিত সংসার,
সুখে মধু খায় সাধকবৃন্দে।
সব অভ্যন্তরে শিংশপা প্রতিম
বিশাল অটবী অসংখ্য করে—
পরশে গগন,— দৃশ্য ভয়ঙ্কর ;
নীরস কুসুমে নীরস ঝরে।
মধুহীন ফুলে স্বভাব ঝঙ্কারে
ভ্রমিছে মধুপ সংখ্যের আশা ;
নীরস রসেতে মিটে না পিপাসা,
বিধবা নারীর যেমন দশা।
কানন অদূরে মহা-পন্থা বর্ত্ম
জীবের জীবন গমন পথ ;
পথের ভিতরে অব্যক্ত নিনাদে
অনন্ত বিহরে অজপা সাথ।
অজপা হৃদয়ে, বিশাল আকাশে,
বিশদ বিমল শশাঙ্ক দ্যুতি ;
শশাঙ্ক কিরণ উজলে ভুবন,
উপাধি জড়েতে চেতনা ভাতি।
পথের দু পাশে কলুষ নাশিনী,
যমুনা জাহ্নবী পিঙ্গলা ইড়া ;—
মেরু গিরি ভেদি বহিছে প্রবাহ,
উত্তর বাহিনী জ্ঞানের ধারা।
প্রয়াগ নগরে মিলিয়া উভয়ে
সরস্বতী হৃদে হতেছে লয় ;

সহজ অগম্য প্রজ্ঞা পরিচিত
ইতর সুদূরে অম্বর-ভূমে—
আছে এক দেশ সমুদ্রের কূলে
অতুল তুরীয় মাধুরী ময় ;
শাম্ভবী রচিত, শাম্ভবী নগরে
জীবের বিশ্রাম নিলয় লয়।
চৈতন্য মন্দিরে তুরীয় চৈতন্য,
সংসার জর্জ্জিত বিজ্ঞান সার ;
চৈতন্য উদয়ে অনন্ত নির্ব্বাণ—
সে অশ্রুত তত্ত্ব কি কর আর ?
তথায় মাহেশী চিদংশ চারিণী,
কুল-পথে গতি তড়িৎ আভা !
অমৃত ঝরিছে শূন্য শিব পদে
ক্ষরিত আসবে মগনা শিবা।
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা ত্রি আধ্যাস লয়
কুণ্ডলিনী মুখে কারণ জলে ;
জলধি উরসে শূন্য শিব পদ
চেতন বিহরে সহস্র দলে।
নাহি শোক জরা, ভূত ভ্রান্তি ভয়,
অবলম্ব হীন তুরীয় পদে ;
জীবত্ব মোচন জীব শিব ময়
শিবত্ব-প্রমাণ প্রণব নাদে।
আর কি বলিব, অশ্রুত কাহিনী ?—
স্মরিলে সে কথা বিদরে প্রাণ !

হয়ে পতি হারা, হয়েছি বি
কিন্তু এ পরাণে বাসনা ভাব।
পতির সকাশে, একই পর
ছিলাম, দু জনে পতির কোলে ;
চৈতন্য হৃদয়ে, চিদংশ প্রণয়ে
অব্যক্ত চেতনা তুরীয় জলে।
দিন অনুদিন, ছিল না প্রভে
চেতনা পরাণে চেতনা রোলে ;
কভু হাসিতাম, কভু নাচিতাম,
কভু খেলিতাম আনন্দ ছলে।
উঠিত না রবি, উদিত না শশী,
ফুটিত না তারা আকাশ গায়।
চেতনা আকাশে চেতনা ভাস্কর—
বিকশিত কর চেতনা ময়।
প্রসূন কাননে, নিশার মিলনে
ফুটিত না ফুল মুকুল গুলি।
মেদুর সমীরে নাচিত না ফুল
সুরভি গরবে হৃদয় খুলি।
প্রেম ভরে অলি বসিত না উড়ে
কুসুম আননে, মধুর রোলে।
সমর প্রাঙ্গণে বীরের পতনে
উঠিত না রব, গৃধ্রী শৃগালে।
জাতীয় বিকাশ জাতীয় উচ্ছেদ
আবর্ত্ত বিবর্ত্ত ছিল না কাণে।

ধরিত্রী নয়ন, মানব জীবন
দেখিত না চেয়ে আকাশ তলে।
দেখিত না চেয়ে, কেহ কারু পানে,
গাইত না পাখী বিজন বনে ;
ঝরিত না বারি বারিদ নয়নে
নাদিত না বজ্র জীমূত স্বনে।
ক্ষণিক্ মাধুরী বিকাশি ক্ষণদা
ঠারিত না আঁখি চমক ঠাটে ;
মানব মোহিনী মায়ার দুহিতা
কটাতে কলসী যেত না ঘাটে।
প্রেম দধি ভরা রতির পসরা
বতো না মাথায় কামের মুটে।
ছিল না দোকান, ছিল না অভাব,
যেত না মানব মায়ার হাটে।
ছিল না সাগর, ছিল না তটিনী,
ছিল না লহরী তরঙ্গ মালা ;
ছিল না মরিচী, স্বার্থ ভরা মরু
বহিত না ভবে কালের বেলা।
ছিল না আসব, ব্যসন ব্যাভার,
মজিত না জীব পাশব ভাবে ;
ছিল না চাতুরী, কুতর্ক ঝঙ্কার
ছিল না কল্পনা কবির রবে।
ছিল নাংকপিল, কণাদ, গৌতম,
কালিদাস মনু ভারত রবি ,

ছিল না এবট, স্পেন্স, বাইরণ,
শেকস্‌পিয়ার বিলাতি কবি।
ছিল না প্রভেদ বৈধা বৈধ ভেদ,
ছিল না বিলাতি চালের ছবি;
স্বর্গ মর্ত্ত তল কিছুই ছিল না
ছিলরে কেবল চেতনা রবি,
চেতনা অভাবে বহুল বিকাশ
দেখিল এ ধরা জীব নয়নে;
বহু ভাব বই একতা উচ্ছ্বাস
দেখে নি কখন মানব প্রাণে।
এক বিনিময়ে ভৌতিক বিকাশ,
ভৌতিক গঠনে রচিত ভব,
ভৌতিক বিশ্লেষে, বৈষম্যতা সাম্য—
পূর্ণ সমতায় অনিত্য সব।
শাম্ভবী নগরে চেতনা সকাশ!
অনন্ত চৈতন্য চেতনা দেহে;
কুটিলা মাহেশী মহতী ঘটায়,
ঘটাইল বাদ মহান্‌ মোহে।
সহসা মহান্‌, চৈতন্য রূপক,
আবরণ শক্তি জলধি জলে;
উঠিল গরজি, ছাইল আকাশ,
মাহেশী হাসিল ভ্রুকুটী ছলে।
পতির বিহনে পতি আদরিণী
হাসিল হরষে বাসনা মর;

হাসির উচ্ছ্বাসে বিকাশিল জ্যোতিঃ—
রবির কিরণ আকাশ গায়।
বিমর্ষ অন্তরে অমনি মাহেশী
ছাড়িল নিশ্বাস রবির করে;
বহিল সুমন্দ মৃদু মৃদু বায়ু
পরা পরিতাপ বহন তরে।
সমীর হিল্লোলে বিষাদে প্রমদা
ভাসায় হৃদয় নয়নাসারে;
নয়ন আসারে বহিল সাগর,
ভাসিল সাগরে কামনা ভরে।
কারণ সলিলে কামনা তরঙ্গ,
শাম্ভবী পরাণে অবিদ্যা দয়;
অবিদ্যার ক্রিয়া সংসার কল্পনা,
অবিদ্যা বিনাশে সংসার লয়।
*পরা প্রকৃতির চেতনা বিচ্যুতি,
দ্বিতীয়া প্রকৃতি কল্পনা মনে;
ঘটাল বিচ্ছেদ অভাগিনী সনে
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া সৃজন ভাগে।
রচিল ত্রিদিব, হরি হর ধাতা—
কল্পনা বিলাসে অমরগণে;
অমর নিলয় অমর আদরে
পূরিল না আশা অমর সনে।
অমনি সতিনী যেন ধ্রুব তারা
সুনিশ্চল গতি আকাশ হতে;

পড়িল খসিয়া; প্রকাশিল ক্ষিতি
অবিদ্যা বাসনা মল-সম্পাতে।
কত সৌর রাজ্য, কত শত লোক,
কত শত ভব মানসে মেয়ে—
কত শত বার গড়িল ভাঙ্গিল
ব্রহ্মাণ্ড সংসার ভুবন ত্রয়ে।
প্রকৃতি কল্পনা সৃষ্টি স্থিতি লয়
কি করে বলিব, কাহার কাছে?
উজ্জ্বল হৃদয়ে অবিদ্যা কালিমা,
কলঙ্কের রেখা জগত আছে।

"যোগ শ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

(১)

তবে কেন দুরভাগ্য নিয়তি উচ্ছ্বাসে,
তবে কেন বৃথা ভ্রান্তি পরিণয় পাশে,
ছুটিতেছ অচেতন বাসনা বিকারে?
নিমিষের তরে তবে কেন, ছি ছি হায়!
ভেসেছিলে বৈরাগ্যের তুরীয় প্রবাহে?
রে অবোধ মানব জীবন!

মায়ার জ্বলনে দগ্ধ মানব অন্তর,
স্তিমিত ধর্ম্মের তেজ ইন্দ্রিয় তাড়নে।

(৯)

তাই বলি বার বার আকুল হৃদয়ে—
রিপু-জয়ী হও জীব, সংসার কান্তারে;
এক মনে দুই জনে
কু-বৃত্তির সংহননে,
ধর্ম্মের মঙ্গল গাই
বিবেক জীবনে,
কেন ভাসি মায়া মোহে নিয়তি তুফানে?
রে শ্রান্ত! এ অশান্ত ভবনে।

(১০)

জীবের অপূর্ণ আশা,—স্বভাবে অভাব;
জীবনের ভার মায়া অবশ্য ঘুচিবে—
ঘুচিবে কেমনে?
বিবেক সহায়ে জীব, নিয়তি অদৃশ্য করে
পাইব নিস্কৃতি—
রে অবোধ অজ্ঞান মূরতি!
অকিঞ্চিৎ কর সংসার লালসা;
সংসারী মানব অবিদ্যা দাস;
অবিদ্যা প্রভাবে, স্বভাব অভাবে
সাধিছে মানব সরব নাশ!
কভু মায়া ঘোরে, কভু অন্ধকারে,
কভু কত মূর্ত্তি দেখি মানবে;

কভু ধূ ধূ করে নিয়তি ভবন—
পতিত মানব পাপ আহবে।
কভু চিন্তা চিতা কলুষ অনলে,
কখন আসব পাশব মোহে;
কভু কূট দর্পে গর্ব্বিত মানব,
কভু বা দারিদ্র্য পাবক দহে।
কভু ভীম মূর্ত্তি, কভু দীন হীন,
কভু বা বিলাস নিরয় কোলে—
জ্বলে অহর্নিশ নিয়তি ভবনে
মানব শরীরী স্বভাব ভুলে।
আধ্যাত্মিক ভাব, সাধন উদ্যম,
বিস্মৃত মানব করম ফলে;
কি ফল সংসারে, নিরয় প্রতাপে?
নিরয় প্রতাপে জীবন জ্বলে।
চল বসি দোঁহে নিভৃত নিবাসে,
অন্তর অন্তরে প্রাণের মনে;
মনে পাপোদয়, মনেতে সংশয়,
তন্মনে বিজয় অধ্যাত্ম জ্ঞানে।
কৃতান্ত শাসিত সংযম দুয়ারে,
মানসে মানস হইবে স্থির;
নিয়ম নির্ভরে জীবের চেতনা,
আসন অভ্যাসে দৃঢ় শরীর।
আসন চৌরাশি খগ পদ্ম আদি,
হঠ যোগ দর্পে ব্যাধির নাশ;

ব্যাধি নিরসনে জীবনের স্ফূর্ত্তি,
ফূর্ত্তির মমতা বিবেকোল্লাস।
প্রাণায়াম ধ্যানে মায়া আবরণ
খুলিবে প্রকৃতি আপন করে,—
যথা আত্ম-দ্যুতি বিমল বিভায়
তুরীয় প্রণব অমাত্রা পুরে ;
ধারণার সাথে রসনার মূলে
ভ্রমিছে নিয়ত অজপাময়।
আধ্যাত্মিক নেত্রে তৎপদ দর্শনে
সংসার দর্শন হইবে লয়।
লয় রসাস্বাদে তুরীয় আনন্দ,
অমর অজর হইবে প্রাণ :
ঘুচিবে পিপাসা— মায়া ভূত ভ্রান্তি,
নিষ্কাম সঞ্চারে জীবের ত্রাণ।

পরিতুষ্টি।

"একং সর্ব্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে।
নিত্যং নিরঞ্জনং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতগণে তথা॥
নিরপেক্ষো নির্ব্বিকারো নির্ভয়ঃ শীতলাশয়ঃ
অগাধবুদ্ধিরক্ষুব্ধো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ॥"

তপন উদিল, আঁধার ঘুচিল,
বিহগ গাইল, সংসার জাগিল
অনাদি ঘরে।
তরুর শাখায়, পাতায় পাতায়,
ঘাসের মাথায়, রঞ্জিল শিশির
ভানুর করে।
নিশার তুষার শ্বেত পীতাকার,
সৌন্দর্য্য সুন্দর! যেন মুক্তাহার
ধরণী গলে।
উষার সুষমা, আঁধার কালিমা,
চন্দ্রের চন্দ্রিমা, নক্ষত্র গরিমা
ডুবিল জলে।
মায়ার উৎসব, জন জনরব
করিল খরব, শান্তির গৌরব
সংসার-ভাবে।

নিয়তি হাঁসিল, মানবে বহিল—
স্বার্থের প্রবল অনিবার্য্য বল,
মাতিল সবে।
নিয়তি ভরনে, নিয়তি তাড়নে,
কু-আশা সাধনে, নিয়তি বর্দ্ধনে,
বাড়িল মোর।
কামিনী জাগিল, মানব মজিল,
উজানে বহিল গর্ব্বের প্রবল
প্রবাহ ঘোর।
কলুষ নিরত, অবিদ্যা চালিত,
বলদের মত নাক ফোঁড়া যত
শৃঙ্খল পায়—
পাশবে আসবে, মদন উৎসবে,
সংসার আহবে, ত্রিদিব বৈভবে
প্রমত্ত হায়!
দিবসে কামিনী মানব মোহিনী,
নিশায় বাঘিনী শোণিত শোষিণী—
অবলা সব।
ফুলশর চক্ষে হানিছে অলক্ষ্যে—
মানবের বক্ষে; জীব ভব কক্ষে,
যেন রে শব!
কেন ভেবে মরি! প্রতিজ্ঞা পাশরি;
গুরুপদ স্মরি— দিবস শর্ব্বরী
কাটা'ব কাল।

পরিতুষ্টি।

অনাদি ভবনে, স্বরজন
সমতা শাসনে, ছেদিব সা
বিকার জাল।
মজিব না আর, বহিব না
জাগিব এবার, না জাগে সং
থাক্ শয়ানে।
যাব না সংসারে, পরবশ দ র,
বাহকের ঘরে, হৃদয় ভিতরে,
প্রফুল্ল মনে,—
বিবেক ঝঙ্কারে, সাধন গম্ভীরে,
সমতা নির্ভরে পঞ্চকোষ পুরে
স্বাধীন ভাবে,—
সুষুপ্তি স্বপনে, জাগ্রত ঈক্ষণে,
ইন্দ্রিয় শাসনে, সমতুল জ্ঞানে,
শ্মশানে শবে,—
অন্তরে বাহিরে, অন্তরে সুদূরে,
কীটাদি নিকরে, অথবা খেচরে,
ভূচরে ভবে,—
আকাশে পাতালে, অতলে ভূতলে,
সলিলে অনলে, বায়ুর হিল্লোলে,
আরাবে রাবে,—
অমৃতে গরলে, আসবে সরলে,
ক্রন্দনের রোলে, হাস্য কুতূহলে
নিলাজ লাজে,—।

বৈকুণ্ঠে, নিরয়ে, কামনা নিলয়ে,
কৃপণ হৃদয়ে, ভীম মরু-ময়ে,
বিজলী বাজে,—
হাব ভাব রসে, বিকার বিলাসে,
দুঃখীর প্রয়াসে, ধনীর হরষে,
প্রমাদে মদে—
জপ পূজা যোগে, বৈরাগ্য বিরাগে,
ভোগ্যাভোগ্য ভোগে, নীরোগে বা রোগে,
সংসার হৃদে,—
শয়নে স্বপনে, জাগ্রত জীবনে,
ভোগে অনশনে, নিৰ্জ্জীবে চেতনে,
জড়তা জালে,—
তপন কিরণে, পরমাণু প্রাণে,
ব্রহ্মাবধি তৃণে, প্রেমভক্তি মনে,
বিবেক বলে,—
চির উন্মীলিত, প্রজ্ঞা পরিচিত,
অবিদ্যা দলিত, নিয়তি খণ্ডিত,
সাধন জ্ঞানে,—
হেরিব অন্তরে, অদ্বৈত শঙ্করে,
সংসার বিকারে, নিৰ্জ্জীব সংসার—
বঞ্চিত ধনে।

মোক্ষানুভবোল্লাস।

"নাহং দেহো ন মে দেহো
বোধোঽহমিতি নিশ্চয়ী।
কৈবল্য ইব সংপ্রাপ্তে
ন স্মরত্য কৃতং কৃতম্‌॥"

কি আশায় আসিলাম, কি কাজ বা সাধিলাম?
নিয়তি বিপাকে পড়ি বিপদ্‌ ঘটিল!
রূপ গন্ধ ছড়াইয়া, স্পর্শ জাল বিস্তারিয়া,
রসযোগে আত্মযোগ অজ্ঞাতে ভাঙিল।
নিয়তির দর্প হরি, প্রতিজ্ঞা সফল করি,
অনন্ত-জীবনে সুখে করিব সঞ্চার;—
সে আশা বিফল হ'ল, দুঃখ-সিন্ধু উথলিল,
ভাগ্য-কুজ্ঝটিকা ময় হৃদয়-অম্বর।
অদৃষ্টের ভোগাভোগ, সংহারি সাধিব যোগ,
সু-যোগে পাইব মন শরীর জীবন;
কি কাজ আমার ধনে? হেরিব যোগের প্রাণে,
যোগেশ বাঞ্ছিত ধন অমূল্য রতন।
ধরিয়া নিষ্কাম বেশ, ত্যজি হিংসা মোহ দ্বেষ,
অসার সংসার মদ দম্ভ অহঙ্কার;

সমতা ভূষণে দেহ, সাজাইব অহরহ,
দৃশ্য উপচিত বস্তু সবই অসার;
বিজ্ঞান বিভূতি অঙ্গে, মাখিয়া সাধন রঙ্গে,
সংসার তরঙ্গে সুখে করিব বিহার।
সরলতা সুচন্দনে, প্রেমভক্তি সু-প্রসূনে,
সাজাব মানসে ডালা প্রশান্ত অন্তর;
দিব্য অর্ঘ্য সমাধানে, হৃদি পদ্ম রত্নাসনে
বসায়ে চিন্ময়ে—দেখি, কেমনে সদয়
নাহি হয় নিত্যানন্দ? কত দিন নিরানন্দ
নিরয় উচ্ছ্বাস বহে দহিতে হৃদয়?
এই রূপ চিন্তাকোলে, বিবেকী জীবন খেলে,
পুলকে প্রফুল্ল জলে জলজ যেমন—
উদিল মানসে রবি, বিমল বৈরাগ্য ছবি,
প্রাণ-পুণ্ডরীক মুখে হ'ল নিমগন।
গম্ভীর মধুর স্বরে, কহিলা বিবেক ভরে,—
এক মনে সম জ্ঞানে নিয়তি খণ্ডিত:
সাধনে জীবের জয়, দেহের পতন হয়,
চরমে পরমা মুক্তি প্রজ্ঞা উপচিত।
শরীরে জড়িত ফুল, ব্রহ্মাণ্ড তাহারি মূল,
মূলেতে কল্পনা মায়া নিয়তি প্রমাণ;
সমাধানে ভাগ্য ক্ষয়, মূলে ক্ষয়োদয় লয়,
অদৃশ্য নিয়তি-গতি দেখি সে বয়ান।
স্তিমিত সাধক হৃদে, মজাতে মজিবে নাদে,
জীব ব্রহ্ম নিত্য যোগে নিয়তি ভঞ্জন।

কায় বাক্য প্রাণ মন, রাখ যোগে নিমগন,
অনন্ত দর্শনে পূর্ণ হবে মনস্কাম ;
দৃশ্য বস্তু ভ্রান্তি ময়, গ্রাহ্য ত্যাগ সু-আশায়,
উদিবে হৃদয়ে দৃক্ প্রাণ অভিরাম।
বিভূতি সদৃশ দেহ, স্পৃহা আকিঞ্চন মোহ,
আত্মজ্ঞানে হয়ে লয়—অমোঘ বন্ধন।
চিত্তবৃত্তি উৎসব, শোক হর্ষ হাব ভাব,
অভ্যুদয়ে সমদৃষ্টি—মুক্তির লক্ষণ।
ব্রহ্ম-অন্ত চরাচরে, ভীষণ বাসনা ঘরে,
আধ্যাত্মিক, ভৌতিক, দৈবিক, তাপ ত্রয়ে—
অসার ঘৃণিত বোধে, পরিহরি অবিবাদে,
নিরবলম্ব বিরাগে স্বভাব নির্ভরে ;
"বাসনা এব সংসার", বাসনাই বন্ধ তার,
ধ্বংস কর ত্যাগ জ্ঞানে প্রশান্ত অন্তরে।
কাম অর্থ তৃষ্ণা মায়া, সংসার মায়ার কায়া,
নিষ্কাম সংসারে মুক্ত মায়া আবরণ ;
মন বুদ্ধি কর্ম্মচয়, চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বময়,
তত্ত্ব বোধে কর্ম্ম লয় জ্ঞানে বিচরণ।
চিন্তাহীন দৃঢ় চিত্তে, সম দৃষ্টি সংপ্রজ্ঞাতে,
জীবন্মুক্তি পরিজ্ঞান জীবনের সার ;
ভোগাভোগ মায়াবন্ধ লালসার কূট দ্বন্দ্ব,
জীবন্মুক্ত তন্মনে অনৃত অসার।
কৌপীন, কাষ্ঠের মালা, কৃষ্ণাজিন, ব্যাঘ্রছালা,
শিলা, জল, অগ্নি, মাটী, বাজীর সমান ;

উষ্ণীষ, আসন, বাস, পট্টবস্ত্র, বহির্বাস,
ত্রিপুণ্ডক ভস্ম ভূষা আবরণ ভাণ।
দারা পুত্র পরিবার, রত্ন, বাজী, অলঙ্কার,
বিষ-বিষয় আসক্তি দম্ভ অহঙ্কার;
নিয়তির আবিলতা, সৌভাগ্যের প্রবলতা,
মত্তের দাম্ভিক দর্প, অজ্ঞের চীৎকার।
ধনীর অবজ্ঞা দর্প, ভোগাভোগ কাল সর্প
দংষ্ট্রাহত জীবাধ্যাস সংসার বিকার—
আব্রহ্ম তৃণ অবধি, কর্ম্ম-জ্ঞান বেদ বিধি
অনুপ্রাণিত জীবনে লোষ্ট্রের আকার।
তত্ত্বমসী গুহ্য তত্ত্ব, জীবভাবে অভিব্যক্ত,
আবরণ উন্মোচনে অনন্তে বিহার;
অচিন্ত্য চৈতন্য চিত, চিন্তার বিষয়ীভূত
হয় কি কখন জীব, ভাব এক বার?

সমাপ্ত

যোগানুশাসন প্রথা।

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

"ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগো যোগঃ।"

যোগ যথা—যোগ শব্দে কৌশল, মিলন বা ঐক্য। কোন এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কারণ সমূহ মিলিত হইয়া তদাকার প্রাপ্ত হইলে, যোগ বলা যায়। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-প্রতিপালন-করণ-শক্তির সামঞ্জস্যের নাম যোগ। ব্যাধি নিরাকরণের জন্য দ্রব্যগুণাদির দ্বারা, অথবা ঔষধ সেবনের দ্বারা প্রকৃতিস্থ হওনের নাম যোগ। ফলে, যদ্দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন হয়, তাহাই প্রকৃত যোগ।

উক্ত যোগ দ্বিবিধ; প্রথম কর্ম্ম, দ্বিতীয় জ্ঞান। আর ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগের অন্তর্গতত্ব-হেতু কর্ম্মযোগ নামে পরিকীর্ত্তিত।

কর্ম্মযোগ—তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত প্রথানুসারে নিত্য নৈমিত্তিক পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি করণের নাম কর্ম্মযোগ।

জ্ঞানযোগ—বেদ শাখা চতুষ্টয়ের প্রতিপাদ্য প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম, ব্রহ্মাহম্, অয়মাত্মা, তত্ত্বমসী রূপ নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণায়ক, অপরোক্ষানুভূতি জ্ঞান, জ্ঞানযোগ। এই জ্ঞানযোগ চতুরঙ্গ বিশিষ্ট; যথা—মন্ত্র, হঠ, লয়, রাজ।

হঠযোগ—যে প্রক্রিয়া দ্বারা শরীর দৃঢ়, ইন্দ্রিয় সংযত, বাহ্যাভ্যন্তরিক বৃত্তির যথেচ্ছাচারিত্ব নিরসন ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।

হঠযোগ অষ্টাঙ্গ বিশিষ্ট ; যথা—

"যম নিয়মমাসন প্রাণায়ামৌ ততঃ পরম্।
প্রত্যাহারঃ ধারণাখ্যং ধ্যানং সার্দ্ধং সমাধিনা ॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্।
ক্ষমাধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চেতি দয়াদশ ॥
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্।
সিদ্ধান্ত শ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্ম্মতিশ্চ জপোহুতম্ ॥
পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং বজ্রং ভদ্রাসনস্তথা।
বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসন পঞ্চকম্ ॥
ইতয়া কর্ষয়েদ্বায়ুং বাহ্যং ষোড়শ মাত্রয়া।
ধারয়েৎ পূরিতং যোগী চতুঃষষ্ট্যাচ মাত্রয়া ॥
সুষুম্না মধ্যগং সমগ্দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া শনৈঃ।
নাড্যা পিঙ্গলয়া চৈব রেচয়েদ্যোগ বিত্তমঃ ॥
উত্তমস্য গুণাবাপ্তির্যাবচ্ছীলনমিষ্যতে।
ইন্দ্রিয়াণাম্ বিচরতাং বিষয়েষু নিরর্গলম্ ॥
বলদা হরণমতেভ্যঃ প্রত্যাহারো বিধীয়তে।
ভ্রূমধ্যে মস্তকে মূর্দ্ধি দ্বাদশান্তে যথা বিধি ॥
ধারণং প্রাণমারুতো ধারণেতি নিগদ্যতে।
সমাহিতেন মনসা চৈতন্যান্তর বর্জ্জিতা ॥
আত্মন্যভীষ্ট দেবানাং ধ্যানং ধ্যানমিহোচ্যতে।
সমত্ব ভাবনা নিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
সমাধি মাহুর্ম্মুনয়ঃ প্রোক্ত মষ্টাঙ্গলক্ষণম্ ॥

যম—দেশ কাল পাত্র গ্রাহ্য বিষয়-লালসা-নিরসনার্থ যেম হিংসা ও অষ্টাঙ্গ বিলাস-বর্জ্জন যম। অষ্টাঙ্গ বিলাস

যথা—কুচিন্তা, কুৎসা বা প্রসংশাবাদ, কূটস্বার্থাভিলাস, শিশ্নোদর-পরায়ণতা, অশুচিতোদ্যম, গুহ্য-ভাষণ, কেলী ইত্যাদি।

নিয়ম—স্বাস্থ্য রক্ষণ। যে যে ক্রিয়া দ্বারা বাহ্যাভ্যন্তরিক শরীর রক্ষিত হয়, তাহার নাম নিয়ম। জপ, তপ, দান, ব্রত, দেব পূজা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইত্যাদি ক্রিয়া নিয়ম পদ বাচ্য।

ক্রিয়া—ত্রিবিধ ; নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য।

নিত্য ক্রিয়া—বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংস্কার, স্নান, পরিমিতাহার এবং অন্তর বৃত্তির শৌচার্থ—তপ জপ, পূজা, অধ্যয়ন, মনন, সন্ধ্যা বন্দনা ইত্যাদি।

নৈমিত্তিক—শ্রাদ্ধ তর্পণ, পার্ব্বণোপলক্ষে দান, ব্রত, হোম, যজ্ঞাদি।

কাম্য—স্বর্গাদি সুখভোগেচ্ছায়, কিম্বা ফল কামনা পরিহারপূর্ব্বক সৎকর্ম্মানুষ্ঠিত ফল পরব্রহ্মে সমর্পণ।

আসন—কর পদাদি সংযুক্ত করিয়া অকুঞ্চিত ভাবে উপবেশনের নাম আসন। আসন চতুরশীতি প্রকার ; তন্মধ্যে,-বীর, খগ, স্বস্তিক, ভদ্র ও পদ্মাদি আসনই শ্রেষ্ঠ এবং যোগানুশীলনের সম্যক্ উপযোগী।

আসন অভ্যাস করিলে, মায়া আবরণ যুক্ত অষ্ট স্তর বিশিষ্ট জড়তা শিথিল হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয় সমূহ তৎকালে প্রকৃত রূপ স্ফূর্ত্তি লাভ করায়, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয় না।

পদ্মাসন—উরুদ্বয়ের উপর পদতলদ্বয় স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উরু সংলগ্ন করত, অকুঞ্চিত ভাবে উপবেশন।

স্বস্তিক—জানুদ্বয়াভ্যন্তরে পদতলদ্বয় রক্ষা করিয়া ঋজু ভাবে উপবেশন।

প্রাণায়াম—নিশ্বাস প্রশ্বাসাত্মক প্রাণবায়ুর রেচক পূরক ও কুম্ভকের নাম প্রাণায়াম।

নাসিকামূল হইতে যে পথ সহস্র দল কমলে গমন করিয়াছে, তাহাকে ব্যোম পথ কহে। উক্ত শূন্য মার্গে শশাঙ্ক নিত্য দ্যুতিমান্ এবং উক্ত চন্দ্রদ্যুতি পানাশায় মনঃ আকাশ পথে বিহার করিতেছেন। উপরি উক্ত নাসারন্ধ্রের বাম পথ দ্বারা বায়ু গ্রহণান্তর দক্ষিণ পথে পরিত্যাগ, কিম্বা দক্ষিণ পথ দ্বারা গ্রহণান্তর,বাম পথে পরিহারের নাম রেচক। উক্ত বায়ুকে অন্তর নিহিত করণের নাম পূরক এবং তদ্বায়ুকে হৃদয়ে ধারণের নাম কুম্ভক। প্রাণায়ামানুষ্ঠান কালে, গুরু উপদেশানুরূপ প্রণব বা বীজ মন্ত্রের ১৬, ৩২, ৬৪, কিম্বা ততোধিক মাত্রায় বায়ু গ্রহণ পরিহার ও স্তম্ভন অভ্যাস হেতু শরীরের আভ্যন্তরিক জড়তা নিরসন হয়। এবং তৎ-কালে যোগী স্বীয় চৈতন্য সত্তার স্ফূর্ত্তি অন্তরনিহিত করিয়া স্ব স্ব ভাবে সংসারের সকল ঘটনা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন।

প্রত্যাহার—যে ঐশী শক্তি বলে বা অপূর্ব্ব কৌশলে, এই অবিদ্যাগত আত্মবিস্মৃত চৈতন্য সূক্ষ্ম-পঞ্চের সত্ত্বাংশ-নির্ম্মিত পঞ্চ জ্ঞান দ্বারা যোগে বহির্ম্মুখ হইয়া বাহ্যস্ফূর্ত্তি পরিতৃপ্ত করণান্তর,স্ব স্ব গোলকে প্রতিষ্ঠিত হওত, দৃশ্য উপচিত তত্ত্ব নিচয়ের প্রলোভনে-তৎকালে মুগ্ধ না হয়েন, এরূপ অবস্থার নাম প্রত্যাহার। প্রত্যাহার সিদ্ধ যোগী সমদর্শী, বিচক্ষণ, বিশ্বজয়ী, অজর, বাহ্য-দৃশ্য-স্পৃহা-হীন, দেব বিশেষ।

ধারণা—আত্মার মলিনতা দূর হেতু কূটস্থ পরা প্রকৃতি জাগ্রত হইলে, বিক্ষেপ-স্তর-হীন চিৎবৃত্তির ধ্যেয় বস্তুকে অন্তরে ধারণের নাম ধারণা। ফলে, প্রাণ বায়ুকে ভ্রূ মধ্যে, মস্তকে, কিম্বা শিখা স্থানে রক্ষা করার নাম ধারণা।

ধ্যান—স্বচেতনায় অবস্থিত হইয়া আত্মগত অভীষ্ট দেবতায়, অর্থাৎ, পরব্রহ্মে অন্তঃকরণ নিয়োগের নাম ধ্যান।

সমাধি—পরব্রহ্মে অনাহত রূপে অবস্থানের নাম সমাধি। সমাধি দুই প্রকার; যথা—সংপ্রজ্ঞাত ও অসংপ্রজ্ঞাত।

সংপ্রজ্ঞাত সমাধি—যৎকালে জীবের চিৎশক্তি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, এই ত্রিবিধ আধ্যাস সত্বেও অনাহত রূপে পরব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া নিস্মল চিন্ময় মাধুর্য্য নিরবচ্ছিন্ন সম্ভোগ করেন, তাহাকে সংপ্রজ্ঞাত সমাধি কহে।

অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি—যে ঐশী শক্তি বলে, উপাধিগত জীব উক্ত ত্রি আধ্যাস সংহনন দ্বারা চিৎশক্তির অকীর্ত্তি ঐশ্বর্য্যে চিরমগ্ন হয়েন, তাহার নাম অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি।

উক্ত ত্রি আধ্যাস-সংহনন কালে, জীবের চিৎশক্তিতে যে চতুর্ব্বিধ বৃত্তি উত্তেজিত হয়, তাহার নাম কটু, কষা, লয় রসাস্বাদ। এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তির উপরতি হইলেই, জীব ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। অথচ, উপাধি ভোগ পরিমাণ উপাধিতে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিত হইয়া সংসারে গুপ্ত হয়েন। যেরূপ কোন বীজ প্রস্তর খণ্ডে রক্ষিত হইলে, তাহাতে অঙ্কুর উদ্গমের আশা নিষ্ফল, তদনুরূপ জীবন্মুক্ত জীব ভোগ পরিমাণ উপাধি সংসারে অবস্থান করিয়া, দেহাবসানে পরব্রহ্মে লীন হয়েন।

জ্ঞান—জ্ঞান দ্বিবিধ ; যথা—শাস্ত্রীয় ও অপরোক্ষানুভূতি। বিদ্যানুশীলন দ্বারা চিত্তের জড়তা নিরাকরণ, আত্মোৎকর্ষ সাধন, সংসারে প্রতিপন্ন হওনেচ্ছা প্রভৃতি বৃত্তিকে শাস্ত্রীয় জ্ঞান কহে। আর বিতর্ক-শূন্য, অচঞ্চল, সরল, একনিষ্ঠ, প্রেম-ভক্তি-পরিপ্লুত পরমেশ্বরানুরক্তি ভাবাপন্ন ; অথচ, দর্শন-জ্ঞান হীন, দ্বন্দ্ব-বিবর্জ্জিত, স্বার্থ, হেতুবাদ, মীমাংসা, প্রতিষ্ঠা, প্রয়োজন-বিহীন-সিদ্ধ বুদ্ধির নাম অপরোক্ষানুভূতি। উক্ত জ্ঞান ব্রহ্ম-রাক্ষস পদ বাচ্য নাস্তিক ও মূঢ় বুদ্ধির বোধাগম্য। এই হেতু বেদ বলেন, "নৈষা তর্কেণ মতিরূপনেয়া।"

মন্ত্রযোগ—যথা, মন্ত্র সেতু প্রণব সহ গুরূপদেশানুরূপ বীজ ও ঋক্‌ সমুদ্ধৃত করিয়া, মনোবাক্য ও কর্ম্ম এতদত্রয়ের একতা সমাধান কামনায় যে জপ, তাহাকে মন্ত্রযোগ কহে।

প্রণব—যথা—অ, উ, ম, এবং নাদ ; এই সার্দ্ধ ত্রিমাত্রাযুক্ত বস্তুকে প্রণব কহে। জপের সংখ্যা ও সার্দ্ধত্রিমাত্রা মাত্র।

অ—বৈশ্বানর, ধাতা বা ব্রহ্মা।

উ—বিরাট মহাবিষ্ণু বা তৈজস।

ম—শিব, প্রজ্ঞা বা তমজ্যোতি।

নাদ—তমাতীত তুরীয় অব্যক্ত চেতনা।

অকারের স্থান—অধোশক্তি, গুহ্যচক্র, মতান্তরে মূলাধার পদ্ম। উক্ত পদ্ম-কর্ণিকা মধ্যে রজোরূপী ব্রহ্মাত্মক সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্ব্বেদ হস্তে অধোমুখে অবস্থিত। তদঙ্কে সৌদামিনী নিভা সুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী বায়ুবতী পতি সহ ব্রহ্মনাড়ী আবৃত করিয়া জীবাত্মাতে বিরাজিত। তদভ্যন্তরে, সৎ চিৎ জ্যোতি

গুপ্ত ভাবে প্রকাশমান্; তৎ পদধ্যানে সাধক বিশ্বজয়ী হয়েন।

উকারের স্থান—মধ্যশক্তি ব্রহ্মাণ্ড বা নাভিমূল; মতান্তরে, মণিপুর; ইহা সাধিষ্ঠান চক্রের উপরি ভাগে স্থিত। উক্ত নাভিমূলে বীজাত্মক তৈজস মূর্ত্তি ও মেরুদণ্ডের ছিদ্রগত সুষুম্না গ্রথিত নাভি মধ্যে রাকিনী শক্তি পরিভাবনীয়।

মকারের স্থান—ঊর্দ্ধশক্তি, কণ্ঠদেশ বা স্বর্গ; মতান্তরে, বিশুদ্ধ চক্র। তথায় দিক্‌ভুজ হকার পতি ভৈরব গিরিজা সহ অভিন্ন-ভাবে অবস্থিত। তদঙ্কে ধূসরবর্ণ ষোড়শ দলযুক্ত পদ্মান্তর্গত কর্ণিকা মধ্যে নির্ব্বাণ-মুক্তি-দায়িনী সাকিনী শক্তি বা প্রজ্ঞা বিভাবনীয়।

নাদ স্থান—শীর্ষমূল বা নির্ব্বাণ; মতান্তরে, পরাপদ। যথায় আসবাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না গ্রথিত চিত্রিনী পথে অধোমুখে বিরাজিত। উক্ত কর্ণিকা মধ্যে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, ত্রি আধ্যাস সংহননী নির্ব্বাণ শক্তিতে মনঃ স্থিত হইলে, জীবের ব্রহ্মত্ব লাভ হয়।

প্রণবের শরীর—যথা, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও তুরীয়।

অবস্থা—অবস্থা তিন;—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও নির্লিপ্ত।

কার্য্য—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও সমতা।

গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও চিৎ।

সৃষ্টি কার্য্যে ব্রহ্মা, স্ফূর্ত্তি ও পালন কার্য্যে বিষ্ণু, লয় কার্য্যে শিব; এবং তদতীত ভাব চিৎ চৈতন্যে উক্ত দেবতাত্রয় স্ব স্বভাবে এক ও পূর্ণ। ফলে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ক্রিয়া প্রতিপাদন হেতু বিভেদ রূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকেন।

শরীর—মেদ, মজ্জা, অস্থি, ত্বক্, মাংস ও শুক্র ইত্যাদি সপ্ত ধাতু বিশিষ্ট অবয়ব, শরীর।

জাতি—শারীরিক বৃত্তি নিয়োজিত ক্রিয়া, জাতি।

তত্ত্ব—সেই তিনি—এই মহৎ বাক্যের একতা প্রতিপাদক বৃত্তি নিচয়ের নাম তত্ত্ব। তত্ত্ব চতুর্বিংশ প্রকার; যথা—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণবায়ু, পঞ্চ উপ-বায়ু, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার।

জ্ঞানেন্দ্রিয়—যথা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্।

কর্ম্মেন্দ্রিয়—যথা, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ এবং বাক্য।

পঞ্চ বায়ু—হৃদয়স্থিত প্রাণ, গুহ্যস্থিত অপান, নাভিস্থিত সমান, কণ্ঠস্থিত উদান, সর্ব্ব গাত্রে ব্যান। এই শেষোক্ত বায়ু মৃত্যুর পরে শবদেহ অধিকার করিয়া থাকে।

উপ বায়ু—উর্দ্ধগত নাগ, তীর্থগত কূর্ম্ম, দুঃখাত্মক কৃকর, জৃম্ভণাত্মক দেবদত্ত, চীৎকারাত্মক ধনঞ্জয়।

মনঃ—অন্তরাত্মার সংশয় ভাবাপন্ন অবস্থা মনঃ; স্বাভিলষিত বিষয়াশক্তির নাম চিত্ত; তমোগুণাত্মক অভিমান অহঙ্কার; এবং সংশয়-নিরসন বৃত্তির নাম বুদ্ধি। অন্তরাত্মা যখন যে স্থানে অবস্থান করেন, তাহাকে কোষ কহে; যথা—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, আনন্দময়, বিজ্ঞানময়।

নাড়ী—যথা, শরীরের ভিতর অসংখ্য নাড়ী আছে; তন্মধ্যে, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ও চিত্রিনী এই চারি নাড়ীই যোগী দিগের যোগ-সিদ্ধি-দায়িনী।

ইড়া—যথা, ইড়া শুক্লবর্ণা, শক্তিরূপা, চন্দ্রদ্যুতি-শালিনী, এবং মেরুদণ্ডের বামভাগে স্থিত।

পিঙ্গলা—পিঙ্গলা দাড়িম্ব প্রসূন বর্ণা, পুং রূপা, ভাস্করতেজঃ-শালিনী এবং মেরুদণ্ডের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত।

সুষুম্না—সুষুম্না বহুরূপিণী, মেরুদণ্ড মধ্যস্থিতা, তেজোময়ী।

চিত্রিণী—উক্ত সুষুম্নান্তর্গত, আসবামৃত-বাহিনী, যোগিগণ-হিতকারিণী, সর্ব্বসিদ্ধি দায়িনী, নাড়ী চিত্রিণী।

বিশেষতঃ, মন্ত্রযোগ অভ্যাস কালে, আসন ও ভূত শুদ্ধি, প্রাণায়াম, বাহ্যাভ্যন্তর পীঠন্যাস, মাতৃকা ন্যাস, ঋষ্যাদি ন্যাস, মুদ্রাভ্যাস বিধেয়। কুক্ষিস্থিত পিঙ্গল বর্ণ কাল পুরুষকে ভস্ম করিতে না পারিলে, যোগ অভ্যাস বৃথা হয়।

লয়যোগ—যথা, প্রণব যুক্ত স্থানের, অর্থাৎ, দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত চক্র উপচক্রে মনোনিবেশপূর্ব্বক ষড়্ বিকার সংহননকে লয়যোগ কহে। চক্র সমূহের নাম, যথা—প্রথম, ব্রহ্মাত্মক ক্ষিতি বা যোনিচক্র; দ্বিতীয়, সাধিষ্ঠান চক্র; তৃতীয়, নাভিমূল বা মণিপুর চক্র। অত্র স্থলে ফণিনীরূপা চিৎশক্তি ও সূর্য্যাত্মক বহ্নি বীজ ভাবনীয়। চতুর্থ, অনাহত বা হৃদি চক্র। ইহাকে অনিমিষ ক্ষেত্র বা পরমাত্মা বিষ্ণুর উদয় স্থান কহে। এই চক্রে আত্ম-মন্ত্র ধ্যানে হংসাকৃতি জ্যোতি দর্শন হয়। পঞ্চম, কণ্ঠদেশ বা কাল চক্র। এই চক্র ধ্যানে নির্ব্বাণ পথ আবিষ্কৃত হয়। ষষ্ঠ, তালুমূল স্থিত মহাপদ্মা বা শূন্য চক্র। তথায় তালুমূল স্থিত নিঃসৃত অক্ষয় পীযুষ পানে সাধকের বাহ্যিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। সপ্তম, হ ক্ষ বর্ণদল যুক্ত অজ্ঞান পদ্ম বা ইতর চক্র। ইহা ভ্রূ যুগল মধ্যে স্থিত। অত্র স্থানে অজ্ঞাকার শিব পদ ধ্যানে সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। অষ্টম, ব্রহ্মরন্ধ্রান্তর্গত জালন্ধর

বা মহাতম চক্র। ইহার ধ্যানে জীবের নির্ব্বাণ জ্যোতিঃ দর্শন হয়। নবম, শিখামূল বা নাদ চক্র। ক্ষিতি চক্র হইতে ষট্‌দল চক্র ভেদান্তর যে পথ শিখা মূল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, তৎপথে বিদ্যাদ্বরণী সৎচিৎরূপা চিদংশ-চারিণী কুলকুণ্ডলিনী ধ্যানে জীবের পরাৎপর জ্যোতিঃ সন্দর্শন-হেতু নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়। এই স্থান হইতেই প্রকৃতির বৈষম্য রজোভাবে পরিণত হইয়াছে; যথা—

তম এবেদমগ্রে আসীৎতৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রায়াত্যে তদ্বৈ রজসো রূপং, তদ্রজঃ খল্বীরিতং বিষমত্বং প্রায়াত্যেতদ্বৈসত্ত্বস্য রূপমিতি।”

রাজযোগ—যথা, মন, বায়ু, দৃষ্টি এই তিনের একতা সমাধান জন্য মূলাধারস্থিতা ঊর্ণানাভ জালনিভ নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলি-নীকে জাগ্রত করিয়া সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্পথে মনকে নিবেশ করতঃ, মূলকন্দ চক্র হইতে দ্বিদল ভেদান্তর নির্ব্বাণ চক্রে সচ্চিৎরূপা চিন্ময়ী শক্তি ধ্যানান্তর, তৎপদ বিচ্যুত অক্ষয়ামৃত দ্বারা অন্তর্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা সাধনের নাম রাজযোগ। উক্ত ইন্দ্রিয় নিচয়ের সম্যক্ চরিতার্থ ভাব সুসিদ্ধ হইলে, মনে যে বিমল ভাব প্রকাশিত হয়, তাহাকে প্রজ্ঞা কহে; এবং উক্ত প্রজ্ঞা নিয়োজিত উপাসনা দ্বারা জীব ব্রহ্মপদ লাভ করেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, সনক, সনাতন, জনক আদি ভক্তবৃন্দ রাজযোগ-সিদ্ধ ছিলেন। রাজযোগ সিদ্ধ যোগী ত্রিভুবন বিচরণ-ক্ষম, সমদর্শী ও জীবন্মুক্ত এবং আত্মজ্ঞান জ্যোতি বলে সকলের হৃদয় ভাব পরিজ্ঞাত হয়েন।

মানবগণের প্রকৃতি ভেদে যোগানু শাসন বিধিভেদ।

জীবগণ এই বিশ্ব সংসারে যে চারি অবস্থায় জন্ম পরিগ্রহ করেন, সে সমুদয়ই পূর্ব্ব জন্মকৃত বাসনাদি কারণ মূলক। সে চারি অবস্থার নাম; যথা—উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ, অধম। যেমন কোন ভার বাহককে এক মণ পরিমিত ভার গ্রহণে আদেশ করিলে, সে অনায়াসে বহন করিতে পারে; কিন্তু তৎপরিমাণাতীত ভার বহনে সে কখনই স্বীকৃত হয় না; সেই রূপ যে মানব যেরূপ স্বভাবাপন্ন, তিনি তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে উদ্যত হইলে, নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইতে পারেন; নতুবা, আকাশে ফাঁদ পাতিয়া চাঁদ ধরা বাঞ্ছা করিলে, তাহা কি রূপে ফলে পরিণত হইতে পারে? তাহা কখনই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এই হেতু, মানবগণের প্রকৃতি ভেদে যোগানুশাসন ক্রিয়াও বিভিন্ন। যে ব্যক্তি উত্তম পুরুষ পদবাচ্য, তিনি পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ যোগানুশাসনের অধিকারী। যিনি মধ্যম পুরুষ, তিনি হঠ এবং লয় এই দ্বিবিধ যোগানুশীলনের উপযুক্ত। যিনি কনিষ্ঠ, তিনি কেবল মন্ত্র যোগানুষ্ঠানের অধিকারী। আর যাঁহারা অধম পুরুষ পদবাচ্য, তাঁহারা কোন প্রকার যোগানুশাসনের অধিকারী হইতে পারেন না। এমন কি, দীক্ষিত হইয়া জ্ঞান লাভে উদ্যত হইলে, মায়ায় আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি তাঁহাদিগকে নিয়ত কুপথে চালিত করে।

"সত্ত্ব রজ স্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।"

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের ক্রিয়া হীনত্ব অবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিবিধা; যথা—পরা-বিদ্যা তার বাহিনী পরা-মল তার বাহিনী মায়া,আর মায়ার সংসারোন্মত্ত ও অবিদ্যা;

উত্তম পুরুষ—যথা, যে জীব জন্মাবধি প্রেমাজ্ঞান-শক্তি-পরিচালিত,স্বভাবে অবস্থিত,সত্যবাদী,জীতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী, আধ্যাত্মিক ক্রিয়া-লীন, তাঁহাকে উত্তম পুরুষ কহে; যেমন—শুক, ধ্রুব ও চৈতন্যাদি।

মধ্যম পুরুষ—যথা, কর্ম্ম দর্শনেই যাঁহার জ্ঞান শক্তি পরিচালিত হয়; অথচ, সাহসী, উদ্যম-শীল, লোকরঞ্জক, সত্যাচার-ভূত, ক্রিয়াবান, ধার্ম্মিক, প্রফুল্লচিত্ত, রণপ্রিয় ব্যক্তিগণ মধ্যম পুরুষ; যেমন—যুধিষ্ঠির, ভরত, ব্যাস প্রভৃতি।

কনিষ্ঠ পুরুষ—যথা, প্রথমতঃ, কর্ম্মে নিরত হইয়া শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনকারী; অথচ,ভীরু,সাহস-হীন, ক্ষণরাগী, তীর্থদর্শনাভিলাষী সাধু-সৎকার-চিত্ত পুরুষ কনিষ্ঠ পদবাচ্য।

অধম পুরুষ—যথা, শিশ্নোদর পরায়ণ, কামপ্রলাপী, বৈধা-বৈধহীন, রিপুবশীভূত-চিত্ত, অহিতাচারী, কপটী, স্বার্থপর; অথচ, মায়া হইতে নিষ্কৃতির জন্য শেষে অনুতাপ করে, তীর্থাদি দর্শনে উৎসুক হয়, এরূপ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি সমূহ অধম পুরুষ বাচ্য। অধুনা,এতদুভয় অবস্থার লোক সংসারের সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে।

যোগীর আচরণীয় কর্ম্ম।

ত্রিদণ্ডীকৃত—বাক্ মন ও কর্ম্ম দণ্ড যোগিগণের বর্জ্জনীয়। সংসারিগণ যাহাতে জাগ্রত এবং যে অবস্থায় নিদ্রিত হয়েন, যোগিগণের তদ্বিপরীত ভাবে অবস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য; অর্থাৎ, আত্মজ্ঞানে বিচরণশীল হইয়া, ষড়্‌বিকারে নিদ্রিত হওয়া, বা বর্জ্জন কর্ত্তব্য। কামনা, আহারেচ্ছা, ভোগাভিলাস, গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি ভোগাভিলাস বর্জ্জন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যোগিগণের ধনীয় অবজ্ঞায়, নীচের কুৎসায়, মত্তের প্রলাপে, কৃপণের কৃপণতায়, সমাজের তাড়নায়, নিশ্চল ভাব ধারণ বিধেয়।

গৃহস্থ ভোজনে উপবিষ্ট, কিম্বা ভোজন সমাপন করিলে, যোগী তথায় অতিথি হইবেন না; কিম্বা এক গৃহস্থের নিকট প্রতি দিন ভিক্ষা করিবেন না। যোগী গমন কালে, পথদৃষ্টি করিয়া পদবিক্ষেপ করিবেন; জল পান কালে মন্ত্রপূত করিয়া জল পান করিবেন; এবং চিন্তাকালে চিত্তপূত বৃত্তিতে চিন্তা করিবেন।

যোগীর ভোজনীয় দ্রব্য—যথা, শাল্যন্ন ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, ইক্ষুরস, মধু, কচি শাক, পটল, আলু, মূলক, ঘোল, নারিকেল, রম্ভা, পলতা, অম্লবর্জ্জিত অকটু ফল, লঘুপাক, প্রিয়, ধাতুরক্ষক দ্রব্যাদি যোগীর ভোজ্য বস্তু।

পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যোগ সিদ্ধ হইলে,

সাধকগণ অষ্ট সিদ্ধি প্রভাবে সংসারে দেদীপ্যমান হইয়া চিন্ময় ঐশ্বর্য্যের বিমল মাধুর্য্য নিরবচ্ছিন্ন সম্ভোগের অধিকারী হইতে পারেন।

অষ্ট সিদ্ধি—যথা, যে ঐশী শক্তি প্রভাবে জীব অমরদিগের ন্যায় সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিতে পারেন, তাহাকে অণিমা বলে। যে একটি শক্তি প্রভাবে জীব সূক্ষ্মভূত সত্ত্বা আকর্ষণে শূন্যে কিম্বা জলের উপর বিচরণক্ষম হয়েন, তাহাকে লঘিমা বলে। যে ঐশী শক্তি প্রভাবে জীব দূরস্থ পদার্থ বা বস্তু স্বকার প্রাপ্ত হয়েন, তাহাকে প্রাপ্তি বলে। যে শক্তি প্রভাবে সাধকের শরীর দৃঢ়, ব্যাধিহীন ও প্রভাবশালী হয়, তাহাকে মহিমা বলে। যে শক্তি প্রভাবে জীব ভৌতিক পদার্থের উপর সম্যক্ আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়, তাহাকে ঈশিকা বলে। যে শক্তি বলে জীব ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সমূহকে বশীভূত রাখেন, তাহাকে বশিতা বলে। আর যে শক্তি প্রভাবে জীব প্রকৃত কার্য্যানুরোধে ভূতগণকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করিতে পারেন, তাহাকে কামাবসায়িতা বলে।

জীব উপরি উক্ত অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রভাবে যোগাভ্যাস দ্বারা ভূতভ্রান্তি মায়াবন্ধন নিরসন করিয়া জীবন্মুক্তি পদ প্রাপ্ত হয়েন; এবং তৎকালে তাঁহার আত্মা চিৎসত্ত্বার ঐশ্বর্য্যময় রাজ-সদনে নির্ম্মল চিন্ময় মাধুর্য্যের লীলা ভূমিতে অবস্থিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ও অনাহত ভাবে বিমল চিন্ময় আনন্দ সম্ভোগ করতঃ, দেহাবসানে শ্বেতা বা চরমামুক্তি লাভ করেন।

ভার অবতরণ বা বন্ধন মোচন।

"সর্ব্বভূতাস্থমাত্মনং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শন॥"

"সপূজ্যঃ সোঽবধূতঃ স পরমহংসঃ সমুক্তঃ।"

মুক্তি—কোন প্রকার কার্য্য সুচারু রূপে সম্পাদিত হইলে, উক্ত কার্য্য সমষ্টির একতা প্রাপ্ত স্থানের নাম মুক্তি। যোগরূপ বৃক্ষের মূল সংযোজিত ভূমি—মানব হৃদয়; কাণ্ড—যোগানুশাসন; শাখা প্রশাখা—পরব্রহ্ম নির্ণায়ক এক নিষ্ঠ জ্ঞান; পত্রাদি—গুরুর উপদেশ; মুকুল—ভক্তি; ফুল—বিশ্বাস; অনুরক্তি ও মিলন আশা—মধু; চৈতন্য, সাধক—বিহঙ্গ; ফল—মুক্তি।

মুক্তি—দ্বিবিধ যথা, জীবন্মুক্তি ও বিদেহ কৈবল্য। আমি ঈশ্বর কর্ত্তৃক রক্ষিত, আমি ঈশ্বরের নিকটে চির অবস্থিত, আমাতে ঈশ্বরেতে কোন বিভিন্ন নাই, এতাদৃশ অবস্থাকে জীবন্মুক্তি কহে। সাযুজ্য, সামীপ্য ও সাকল্য জীবন্মুক্তির অন্তর্গত। আর চিদ্বিভূতি দেহ-পরিহার পূর্ব্বক নির্ম্মল চিন্ময় স্বতঃপ্রকাশ অব্যক্ত মাধুর্য্যে নিরবচ্ছিন্ন অবস্থানের নাম শৈত্ব চরমামুক্তি বা বিদেহ কৈবল্য কহে।

সমাপ্ত।

স্তোত্রহার।

"ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়ঃ।
ক্ষিয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি যস্মিন্‌দৃষ্টে পরাৎপরে॥"

আসক্তি।

(১)

জয় জয় শিব পরম পরাকৃতি,
প্রণব বাচক, প্রণব মূরতি,
জয় জয় শিব তুরীয় বিভাতি,
জীব গুহাশায়ী পুরুষ প্রকৃতি,
জীবের মঙ্গল-কারী হে।

(২)

জয় জয় শিব অখিলের পতি,
ভকত বৎসল অগতির গতি,
অনাদি আসন কৈলাস ভূপতি,
রাজ রাজেশ্বর সাধকের মতি,
ভকত হৃদয়চারী হে।

প্রথম কল্পনা।

অনন্ত গভীর মহাসিন্ধু-জলে
বাসনা উচ্ছ্বাসে আপনি ভাসিলে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর তব স্ববাসনে,
শব শিবা কোলে অনন্ত শয়নে
আছিল শায়িত। ব্রহ্ম-অন্তভেদি,
তব ইচ্ছা বলে নির্মিবেতে বিধি,
আদ্যাশক্তি মায়া মায়া-আবরণে
রচিল ব্রহ্মাণ্ড অনাদি গঠনে।
সহসা শূন্যেতে ব্যাপ্ত প্রতিধ্বনি—
অহহং 'বহু ভাবেন' অশ্রুত বাথানি,
বহু ভাবে লিপ্ত একই পরাণ,
এক স্ববাসনে অনন্ত বয়ান
উন্মীলিল আঁখি অনাদির কোলে,
হাসিল ধরণী জীব-কোলাহলে—
স্ববাসন পরাচারী হে।

দ্বিতীয় কল্পনা।

ভাস্কর কিরণে হাসিলেন মায়া,
ধরণী শরীর মহামায়া কায়া,
পরিঁচন্দ্র-হার সুনীল উরসে,
হাসিল গগন নক্ষত্র বিলাসে,
গ্রহ উপগ্রহ দিক্ দিগাঙ্গনা,
সকলি তোমার কল্পনা রচনা,

দেবতা, অসুর, দানব, মানব,
সকলি তোমার কল্পনা উদ্ভব,
তরু, গুল্ম, লতা, ভূধর, সাগর,
বন, উপবন, প্রসূন নিকর,
তটিনী, ঝরণা, অনিল, অনল,
বর্ষ, ঋতু, মাস, দিন, পক্ষ, পল,
অণু, পরমাণু উদ্ভিদ সকল,
তোমারি কল্পনা রচনা কৌশল,
কল্পনা-কৌশল-বারী হে

তৃতীয় কল্পনা।

হিংসা, দ্বেষ, বাদ, দম্ভ, অহঙ্কার,
তোমার কল্পনা মহান্ বিকার।
রূপ, রস, গন্ধ, অভাব, স্বভাব,
তব স্ববাসনা ত্রিগুণ উৎসব।
হাস্য, ক্ষুধা, তৃষা, ব্রীড়া, লজ্জা, ভয়,
তোমারি কল্পিত তেজে তেজোময়।
সঙ্কোচ, প্রসার, উদ্গার, জৃম্ভন,
তোমারি রচিত বায়ুর নিস্বন।
ত্বক্, রক্ত, মজ্জা, সপ্ত ধাতুচয়,
উপাধি প্রমাণে শরীরী নিশ্চয়।
তোমার কল্পিত প্রকৃতির ছায়া,
মানব শরীরী অবনীর কায়া।
মায়ার বিশ্লেষে শরীর পতন,

লিঙ্গের প্রকাশে স্বজ্যোতি দর্শন,
তব স্ববাসন জ্যোতির আভাসে,
অনাত্ম শরীরে জীবন বিকাশে,
তুমি জীবময় জীবের জীবন
লিঙ্গাত্মক শিব ব্রহ্মাণ্ড রমণ
অতুল রমণ-কারী হে।

চতুর্থ কল্পনা।

অপার অসীম মহিমা তোমার,
অনন্ত মহিমা বুঝিবে কি নর?
অথচ অকীর্ত্তি তোমার মহিমা,
কীর্ত্তিবন্ত জীব চৈতন্য গরিমা।
গরিমা মহান্, মহিমা বিশেষ,
বিশেষ দর্শনে অনন্ত অশেষ,
বিধি চতুর্ম্মুখ, ভূত খগচর
সংহারেতে রত পঞ্চমুখে হর।
অনন্ত অতলে রক্ষিতে ধরণী,
আপন গরবে নতশির ফণী,
অনন্ত শয্যায় অনন্ত প্রমাণে।
শায়িত হে পিতঃ! অনন্ত মোহনে,
নির্লিপ্ত স্বগুণে অথচ সগুণে
স্ববাসনা ভরে বিরাজ ভুবনে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণতি তোমার চরণে।
তুমি বিনা পিতঃ, এ মর-ভবনে

বিবেকী বিলাপ।

কে আর রক্ষিবে কায়িক উৎসবে ?
কে আর তারিবে পতিত মানবে
জীবের কলুষ বারী হে ?

আসক্তি।

জয় জয় শিব পরম পরাকৃতি,
প্রণব বাচক, প্রণত মূরতি,
জয় জয় শিব তুরীয় বিভাতি,
জীব গুহাশায়ী পুরুষ প্রকৃতি
জীবের মঙ্গল-কারী হে।
জয় জয় শিব অখিলের পতি,
ভকত বৎসল অগতির গতি,
অনাদি আসন কৈলাস ভূপতি,
রাজ রাজেশ্বর সাধকের গতি,
ভকত হৃদয় চারী হে।

পঞ্চম কল্পনা।

তুমি বেদ, বিধি, বেদান্ত, বিজ্ঞান,
চতুর্দ্দশ শাস্ত্র, আগম, নিদান,
জ্যোতিষ দর্শন, কল্প, ব্যাকরণ
শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র, আঠার পুরাণ,
ঋক্, মন্ত্র, জপ, তপ, সমাধান,
আসন নিয়ম প্রাণায়াম ধ্যান
প্রণব কল্পনা, কল্পনা উৎসব—
সকলেতে তুমি, তুমি-হীন সব ;

তুমি সত্যময় শাশ্বত চিন্ময়,
চৈতন্য চেতনা অচেতন ময়;
তোমার আনন্দে প্রকাশিত ভব,
তোমার উৎসবে অসতে উৎসব।
তোমার হাসিতে সংসারের হাসি,
তব পদ দর্শনে তুচ্ছ গয়া কাশী!
ভক্তি প্রেমময়, তুমি প্রেমময়,
ভক্তের হৃদয়ে তোমার আলয়,
অভক্ত হৃদয়ে অজ্ঞানে বিহার,
তাই বহে জীব কর্ম্মসূত্রে ভার—
ভূত-ভ্রান্তি-মায়াহারী হে।

ষষ্ঠ কল্পনা।

কাল রচয়িতা তুমি মহাকাল,
রচিছ পালিছ নাশিছ সকল,
নিত্য রবি উঠে আকাশের গায়,
নিত্য তারা ফুটে অনন্ত গগনে.
প্রভাতে বিলীন প্রভাত কিরণে;
নিত্য ফুল ফুটে গন্ধ মনোহর,
সমীর সঞ্চারে মাতায় সংসার,
ভাস্কর কিরণে শুখাইয়া যায়,
আবার মুকুল অঙ্কুরিত হয়—.
এই রূপ সব নীতি দিবানিশি,
উঠে ফুটে ছুটে পুনঃ পড়ে খসি।

বিবেকী-বিলাপ।

তব কারীগরী বুঝে সাধ্য কার ?
বিধি ভ্রান্তিভূত নর কিবা ছার !
কালাকাল-ভয়-হারী হে।

সপ্তম কল্পনা।

সাকার সগুণ তুমি নির্গুণ প্রাণেশ,
বাণপ্রস্থ ব্রহ্মচারী গৃহস্থ তাপস,
দস্যু চোর শিশ্নোদর কামুক নিলাজ,
কৃপণ দয়ালু ভীরু তুমি বিশ্বরাজ,
ভিক্ষুক চতুর বন্দী তুমি কারাগার,
কালাকাল মহাকাল কাল দণ্ডধর,
কিরাত কিন্নর যক্ষ রক্ষ সিদ্ধ ভূত,
চেতনা-চেতন তুমি অশ্রুত অদ্ভুত,
ধর্ম্ম অর্থ কাম তুমি চতুর্ব্বর্গ ফল,
চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বের ধাতা দুর্ব্বলের বল,
চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বাতীত তুমি তত্ত্বময়,
নিগূঢ় তত্ত্বের মূলে কল্পনা উদয়—
মহতী কল্পনা-বারী হে।

অষ্টম কল্পনা।

আনন্দ পরমানন্দ তুমি সর্ব্ব রূপ,
এক অদ্বিতীয় তুমি ভূমানন্দ ভূপ,
জীবের আশ্রয় তুমি পতিত পাবন,
মূলাধার পরাৎপর নিত্য নিরঞ্জন,

হিরণ্য-গরভ তুমি বিরাট পুরুষ,
বৈশ্বানর, প্রজ্ঞা তুমি পালক-তৈজস
জাগ্রত স্বপন তুমি সুষুপ্তি আকার,
অমাত্র তুরীয় তুমি নাদ নিরাকার।
পরমাত্মা আত্মা তুমি সদা সদানন্দ,
ভূত ভ্রান্তি জীবাধ্যাস তুমি মায়াবন্ধ ;
কলুষ পাতক পাপ, জ্বলন দহন,
সম্ভোগ রমণ সুখ, বিলাপ ক্রন্দন।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, দম্ভ, আশা,
তম, তেজ, অহঙ্কার, সু-আশা, কু-আশা,—
সকলই তুমি (হে) প্রভো, তোমাতেই সব
আহা! কি আশ্চর্য্য কীর্ত্তি নির্লিপ্তে উৎসব—
অকীর্ত্তি বাসনাচারী হে।

নবম কল্পনা।

নির্ব্বিকার নিরাভাস অনন্ত রমণ,
নাহি আবাহন তব নাহি বিসর্জ্জন।
নিত্য তৃপ্ত তুমি দেব নিত্য নিরাময়,
স্ব অভাব সম্পূরণে সাকার ধরায়।
মায়া ঘরে মায়া ভরে ভোগের বিহারে,
পূজ তুমি তোমারেই দ্বিতীয় বিচারে।
কভু ফল কভু জল অগুরু চন্দনে,
কভু চর্ব্ব্য লেহ্য পেয় বিবিধ বিধানে,
আপনি আপন ভাবে গঠিয়া মূরতি,

মৎস্য, নরসিংহ, বরাহ, বামন,
কূর্ম্ম, দাশরথি, পরশু-ধারণ,
গোপিকা-রঞ্জন, রোহিণী নন্দন ;
বিবেক-মোহন বুদ্ধ বিচক্ষণ,—
অবতার মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
ভূভার-দুর্ভার করিলে হরণ।
অনাদি জীবন কলুষ হরিতে,
কল্কী মূর্ত্তি ধরি অবনী নাশিতে,—
অবতার হও কল্প কল্পান্তরে,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তোমার উদরে।
করি প্রণিপাত তোমার চরণে,
চাও দয়াময়, কৃপার নয়নে।
পাতকী উদ্ধার তোমার স্মরণে,
শমন শাসিত তোমার চরণে।
তোমার চরণে বন্ধন মোচন,
তোমার স্মরণে নিয়তি খণ্ডন।
আমি হতভাগ্য না জানি ডাকিতে,
পতিত অকূলে, নিস্তার পতিতে।
লও প্রভু. ধর প্রেম-ভক্তি-হার,
তুমিই দিয়েছ এ নহে আমার ;
আপনার বস্তু আপনি লইবে,
তোমার চরণে অনন্ত শোভিবে।
অনন্ত-চরণে তৃতীয় শোভায়
যেন হই মগ্ন চরম সময়।

যত দিন বাঁচি এই ক্ষিতি মাঝে,
যেন তব জ্যোতি এ হৃদয়ে রাজে।
ভুলে রাঙ্গা পদ অনন্ত অসীম,
যেন নাহি ঘটে এ ঘটে বিভ্রম।
যেন এ মানসে শ্রদ্ধা সচন্দন,
প্রেমের সলিলে বর্ষি অনুক্ষণ;
মমতার করে ধরিয়া চরণ,
নিরজনে বসি করি হে লেপন।
য'দিন উপাধি শরীরে জীবন,
রসনায় যেন গাই তব গুণ।
কাল-চক্রাঘাতে ভবের বন্ধনে,
না হই পতিত পাঁচের জীবনে;
দেহ বিসর্জ্জনে চরমে চরণে,
স্থান যেন পাই মিনতি চরণে—
জগদঘমপহারী হে।

আসক্তি।

জয় জয় শিব পরম পরাকৃতি,
প্রণব বাচক প্রণব মুরতি,
জয় জয় শিব তুরীয় বিভাতি
জীব-গুহাশায়ী পুরুষ প্রকৃতি—
জীবের মঙ্গলকারী হে।
জয় জয় শিব অখিলের পতি,
ভকত-বৎসল অগতির গতি,

অনাদি আসন কৈলাস ভূপতি,
রাজ রাজেশ্বর সাধকের মতি—
ভকত-হৃদয়চারী হে।

সমাপ্ত।

তত্ত্ব-সঙ্গীত।

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম ন তু তত্ত্বোপলব্ধয়ে।
আত্মতত্ত্ব বিচারেণ ভূতভ্রান্তি বিমুচ্যতে॥

ষড়্ রাগ—শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ, নটনারায়ণ

—নাদ—

বিশক্তি—উদরা, মুদারা, তারা।
সপ্তগ্রাম—সঋ গম পধ নিশ।

রাগ ভৈরব—তাঁল চৌতাল।

কষিত রজত বরণ রাগ ভৈরব শূলধারণং।
মৌলচন্দ্র কৃত্তিবাস ফণাধর-সূত্র-ভূষণং॥
ভৈরবী গুর্জ্জরী রাম সৈন্ধবী গুণ রমণং।
জয় জয় রাগরাজ রবি শশী হুত নয়নং॥

রাগিণী রামকেলী—তাল একতাল

শঙ্কর শ্মশানবাসী ভূত প্রেত পালনং।
সংহারে ম'কার মূল ভবভয়-নাশনং॥

শিরস্ত্রাণে গঙ্গাবারি, ভালে চন্দ্র তমোহারী,
সুরনরগণ গীয়মান কালদণ্ড শাসনং ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল।

রজনী পোহাল জগত জাগিল,
গাও গাও রাম নাম।
গগন বিমানে বালভানু প্রাণে
নিরখ মাধুরী রাম।
বিহগ সকল গাইছে মঙ্গল—
রাম রাম রাম স্বরে।
সরস-মানসে প্রেম-ভক্তিরসে
রট রে মানস রাম।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঢিমেতেতালা।

লে তু মেরা মন চিদানন্দ রাম নাম ;
কিবা দিবা বিভাবরী না কর বিরাম।
দৌলত দুনিয়া, জ্যায়সা রে স্বপন,
ভজনে সফল কাম, নাম অনুপম।
নিকটে বিকট কাল, প্রসন্ন চিত চঞ্চল,
যোগ যানে চল মন, মিলনে পদ পরম।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

দেখা দে দেখা দে মাগো, শিব-হৃদ বিহারিণী ;
বিশ্ববন্দিনী কলুষ-বারিণী সনাতনী।
চিন্ময়ী মহামায়া, এ ব্রহ্মাণ্ড তব কায়া,
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিবে কত সৃজিলে মায়া জননী।
সমাধি যোগে যোগেশ, না পায় মহিমা লেশ,
নরে কি জানিবে শেষ, ভূত চক্রপাণি মা—
অনন্ত অনন্ত মনে, তব অন্ত না পান ধ্যানে,
অনন্তের স্ববাসনে ত্রিগুণা গুণ বাখানি।
ত্বংহি পরাৎপর-শক্তি, ত্বংহি ভক্তি শ্রদ্ধামুক্তি
জীবের জীবনে যুক্তি মুক্তিদায়িনী মা—
প্রসন্না প্রসন্নাকারা মানস-কলুষ-হারা
প্রসন্নে নিস্তার তারা শমন-ভয়-বারিণী।

রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা।

কেন অকারণ মায়ামুগ্ধ রিপু-ছলে ;
শিয়রে বিকট কাল গরজে কালের বলে।
কি করেছ আয়োজন, এ কাল শাসনে মন
যেন না হই নিমগন সে চরম-কালে কালে।

রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা।

কোথা গো করুণাময়ী দীনজনে কর দয়া ;
বিষম-বিষয়-বিষ-পানে প্রাণে মরি মহামায়া।

দেহ হল তমোময়, না রটে নাম রসনায়,
শূন্য প্রাণে শূন্যময় দেখি চারি ভিতে মায়া।
হৃদে বহে কামের বেলা, সদা ডোবে জীবন ভেলা,
চরণ-ক্ষেপনী দানে প্রসন্নে তার অভয়া।

রাগিণী টোরী—তাল ঢিমেতেতালা।

ত্রিতাপ-বারিণী কালী কপালিনী—মা!
কলি-কলুষ-হরা দিগম্বরী ভব-রণ-হিল্লোলানন্দ-দায়িনী।
দক্ষিণে কালিকা পাতু ঘ্রাণ যুগ্মং মহেশ্বরী,
মহাবিদ্যা ভুজৌ পাতু স্মর-হর শিব চারিণী।
অমলা বিমলা কলা নাদ হৃদিবিহারিণী।
সর্ব্বাঙ্গেতে ত্বংহি তারা, মহামায়া পরাৎপরা,
হৃদিপাতু ভৈরব-গৃহিনী——
প্রসন্ন-মানস-মল-অবিদ্যা-নাশিনী।

রাগিণী আসাবরী—তাল ঝাঁপতাল।

মা! দীন জননী দীন দয়াময়ী ত্বংহি বরিষ বরিষ দীনে,
তব করুণামৃত তারিণী।
পরমেশ শক্তি আদ্যা কাল-ভয়-বারিণী,
বিতর দীনে তব চরণ তরণী।
কলুষে মগন চিত, তব কৃপা বিনা, রিপু বশীভূত,
মম দিবা বিভাবরী, চিরশান্তি-বারি-দানে নাশ
এ যাতনা, তারা ত্রিতাপ হারিণী।

রাগিণী মুলতানী—তাল ঠেকা।

জাগিল জীবন মন নয়ন হেরিতে পুরুষোত্তম,
মাধুরী গো হৃদয় পুলিনে।
আর তো নাহি ভয় মানসে, হেরি প্রাণ ভবি
জীবন ধনে, চরমে সুদিন পাব মরণে।
মনে মন মিলাইয়ে, তন্মনে চিত্ত সঁপিয়ে
চতুর্ব্বর্গ ফল থাও মায়া হননে—
মোহ হবে লয় মন, মন বশ কর হরিনামে,
প্রসন্ন আর তাহে রাখ আঁখি মিলনে।

রাগিণী মুলতানী—তাল একতালা

মন! কি ফল বিচারে;
হের জীব শিবরূপ জ্ঞানভবে।
নিকটে বিপক্ষ, দৃঢ কর বক্ষ,
বিক্ষেপে উৎক্ষেপ নিয়ম সন্ধানে—
সম দম আদি, দিবে জ্ঞান বিধি,
দুরভাগ্য বিধি সংহারে।
তিতিক্ষা মুমুক্ষ, হবে তব পক্ষ,
সাধ রে স্বলক্ষ্য, নিষ্কাম জীবনে—
জীবনের ভারে, কেন মর ঘুরে
নিয়তি-নগর সংসারে।
কাষ্ঠে বহ্নি যথা, পুষ্পে গন্ধ বয়,
তেমতি তদ্‌পদ জীব গুহাময়—

জীব শিব এক, বিকার মায়ায়
কে তুমি কে তিনি ভাব কারে ?

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

গাও রে মন রাম গুণ গান ;
চিত ভুখা রহ কাহে পিয় রাম নাম।
ভুজ জপ রাম নাম, মন বোল সদা রাম,
প্রাণ হের আত্মারাম, সমাধানে অবিরাম।
লোকাভিরাম রাম, অপরূপ অনুপম,
শ্রীরাম তুরীয় পদে জীব রে চির বিরাম।

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ—তাল ঠেকা।

নিয়তি লিখন কভু নহে রে অপার ;
হবে ভব বন্ধনে পার, ভাব মন পরাৎপর।
জগজ্জন-মনোরঞ্জন যোগে, যোগ সাধনে,
হের প্রাণ দৃক্ আনন্দ নিরঞ্জন নিরাকার।

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

কেন রে মন চির অলস শয়নে শায়িত অজ্ঞানে ;
অনবধানে নিত্য ডুবিছ ভব তুফানে।
কাল মায়া মোহ বলে, হৃদে পাপানল জ্বলে,
জীবনে নিরয়োচ্ছ্বাস ইন্দ্রিয় সেবনে।
তাই বলি বার বার, বসিয়া কি ভাব আর,
ভাব মনে পরাৎপর ভবসিন্ধু তরিতে—

তত্ত্ব-সঙ্গীত।

ধর জ্ঞান-তরবারি, পাশবে বন্ধন করি,
বলি দেও পিতার পদে প্রসন্ন জীবনে।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা

জীবকুল-পালক জীবেশ দীনে বিতর
করুণা তব হে নারায়ণ।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে, বহু ভাব কল্পনে,
অনাদি কারণ জলে নিত্য ভাসমান।
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, স্থূলেতে প্রকৃতিকুল,
স্বভাবে চৈতন্য মূল, মূলেতে কল্পনা ভাণ।
মূলেতে কল্পনা দ্বয়, সৃজন-পালন-লয়,
ত্রিগুণ প্রকৃতি ময়, সহস্র-শীর্ষ বদন।

রাগিণী বাহার—তাল কওয়ালী।

কেন আত্মধনে অবহেলা কর অকারণে;
জলদে চপলা যেন, ধন মান যৌবন,
নিমিষে হয় লয়, দেখ মন ভেবে—
কুম্ভক সমাধি ভরে, সাধ রে সাধন,
সাধ কামনা পূরিবে গুরুপদ দরশনে।

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল একতালা

কত শত জন, মুদি দু'নয়ন, সদা অনশন
ব্রত আচরণে—
সদা ধ্যান করে, পায় কি শঙ্করে ?
অবিদ্যা বিকারে, মরিছে প্রাণে !
কেহ বেঁ: পূর্ব্ব-কৃত কর্ম্ম-ফলে,
অসার সংসারে ভাসে কুতূহলে,
কেহ মরে জ্বলে, কেহ পড়ে ঢলে,
জনম জনম করম ভাগে।

রাগিণী দেশ তাল—আড়াঠেকা

কলনাদময়ী গঙ্গে নাদ সঞ্চারিণী
সুখদা মোক্ষদা ত্বংহি কলুষ বারিণী।
নাদ দেহ স্বেদ-বিন্দু, সংসার সরিৎ-সিন্ধু,
শিব-জটে প্রণবেন্দু ভব-পারে তরণী।
মনঃকরী মদ রঙ্গে, ত্রিতাপ পঙ্কিল পঙ্কে,
পতিত কর্ম্ম প্রসঙ্গে, ব্যাকুল পরাণ—
বিষয় মৃণাল করে, বাঁধা মন দেহ-ভারে,
বিমল তরল করে কোলে কর সুরধনী।

রাগিণী সুরট—তাল ঝাঁপতাল।

জয়তি জগদীশ জয় জন-যম-যাতনা-বারী।
যোগিজন জীবন জগদ্বন্ধু জীব-জনম-হারী।
জরায়ু রোগে জাত জরারি
জীব-যন্ত্রে মন্ত্র-ধারী, জলন্ত যব যুত
যাদব-জীবন জল-বিহারী।
যার রূপ যোগী না জানে, ধ্যায় যোগেশ যোগ জ্ঞানে,
যতি জাপ্য জ্যোতি জপে জ্বলন্ত জাত তাঁরই—
জপিতে যদি রাজযোগে, জন জনকে সোঽহং যোগে,
যেত যাতনা প্রসন্ন জীব হত রে কালহারী।

রাগিণী সুরট—তাল পোস্তা।

শব শিব উরসে কে বিহরে অই উলঙ্গিনী!
সত্ত্ব রজস্তমোময়ী কিন্তু চিৎ স্বরূপিনী।
বাসনায় প্রকাশে ধরা,
মায়াতে জীব জ্ঞান হারা,
অবিদ্যা জীবন ভরা
কিন্তু জ্ঞান, দায়িনী।
নয়নে অনল জ্বলে,
শশী তমো হরে ভালে,
চরণে তপন খেলে,
কিন্তু কাল বরণী।

পদ-ভরে ক্ষিতি টলে,
হুহুঙ্কারে দৈত্য দলে,
বদনে ব্রহ্মাণ্ড গেলে,
কিন্তু ভব জননী।
প্রসন্ন কহিছে সার,
এ ব্রহ্মাণ্ড চরাচর,
সকলি মায়ার আকার,
কিন্তু মা নিরঞ্জনী।

রাগিণী সুরট-মহ্লার—তাল আড়াঠেকা।

সংসার জলধি জলে ডুবিছে জীবন তরী ;
কে আর তুলিবে কূলে হাবু ডুবু খেয়ে মরি !
বিকার বায়ু প্রসঙ্গে,
বাসনা তরঙ্গ রঙ্গে,
বহিছে উজানে সদা বুঝি এবার প্রাণে মরি।
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
কেবলি তরঙ্গ দেখি,
হুতাশে অবশ প্রাণ, বিহনে কাণ্ডারী—
রিপু-জলচর রোষে, যেন শশী রাহু গ্রাসে,
পতিত করমোচ্ছ্বাসে পরিত্রাণ কর হরি !

রাগ মেঘ-মহ্লার—তাল চৌতাল।

শঙ্কর শঙ্কর শঙ্কর—সদা মন জপ রে ;
হীরা মতি (রে) রবি শশী ভূত বিভা চমকে,
চমকে কালজবা রে।
দামিনী তাড়পে তরাসে প্রাণ,
মন এ মাযা, মায়া করম ছাড় রে।

রাগিণী মহ্লার—তাল ঢিমে তেতালা।

কায়ছে কাটত দিন বারন,
না পড়ে চায়ন্ বিনা দরশন,
প্রভুজী দে দরশন।
চমক্ চমক বিজলী তড়পাওয়ে,
দ্রুত যাওয়ে মন রাম মিলনে
নেহি, ঘেরি ঘেরি মুকো লাগে মদন।
বুঁদন রবষে ঘন, জীমূত নিনাদে ঘন,
বহে বায়ু শন্ শন্, হানে প্রাণে বাণ।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল জৎ।

এ নারী কে নারি চিনিতে, মূলকন্দ যোনিতে ;
করে কেলী কুল-পথে কু-লহরীতে।
ক আদি কাকিনী মুখে, মগনা আসব সুখে,
ভব শব মনোদুঃখে, ভব হেরিতে।

শঙ্খ্যাবর্ত্তে মাহেশ্বরী, উন্মাদিনী দিগম্বরী,
লিঙ্গ শির আবরি, বিহরে মহীতে।
ত্রিকোণ ত্রি-যন্ত্র পরে, বিমোহিতে পরাৎপরে,
অবিদ্যা বিলাস ভরে, অনাদি রাসিতে।
অনিমিষ সর মাঝে, শোণ সরোরুহ রাজে,
ও কার কামিনী রাজে, সুবীণ পাণিতে।
তদুপরি মন্মথ, সুরত বিরথ পথ,
অজপা বিহরে নিত্য, অজপা হেরিতে।
চিনিতে শকতি কার, চিনি মাকে বলা ভার,
চিনি বলি চিন্ময় ছার, চিন্ময়ী চরিতে।
প্রসন্ন কয় ভক্তি ভরে, শূন্য শিব পদ হেরে
নাস্তিক ঘুরিয়া মরে, প্রকৃতি বুঝিতে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

কেও কামিনী, দ্বিদল-চারিণী, করাল বদনে
অনন্ত গ্রাসিছে।
অনাদি রচনে, অবিদ্যা জীবনে, অনাদি নিধন
তরঙ্গে ভাসিছে।
অপরূপ রূপ, আতসী স্বরূপ,
সেরূপ বর্ণনে চৈতন্য বিরূপ.
চৈতন্য বাসনা এ বামার রূপ,
যেন অনন্ত নীরদে বিজলী খেলিছে।

ডাকিনী হাকিনী, একাদশ যোগিনী,
অবিদ্যা সঙ্গিনী, অবিদ্যা ভরে—
কভু হৃদি পদ্মে, কখন বিমানে,
কভু ক্ষিতি তলে, অনাদি শাসনে,
কভু রবি করে, কভু চন্দ্রোপরে,
সদা কুল-পথে চক্রান্ত করিছে।
এ চক্রান্ত পথে, বিরাগের সাথে,
চল রে মানস সংসারে তরীতে—
ও কাল-কামিনী নহে পিশাচিনী,
শিব স্ববাসনা ত্রিতাপ হারিণী,
জীবের জীবনে জীব সঞ্চারিণী,
অজ্ঞানে অবিদ্যা প্রসন্ন কহিছে।

(কথকের সুর)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান

কেন চিন্তা কর মন মরণে ?
মরণে মঙ্গল পাবে রট নাম রসনে।
পশ্য রে নয়ন বস্তু, হৃদয়ে চিন্ময়-রূপ,
সাম্য ভব ভবোপাস্য শিব চরণে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান

তারিণি! মোচয় মে ভব-বন্ধন-ভারং;
সংশয় ছেদয় ভেদয় মায়া-বিকারং।

মামপি কুপথ লীন, কুসঙ্গী ছলনে ক্ষীণ,
দেহি পদ-পল্লব ময়ি যাচে দুর্ব্বারং।
সদয় ভব জননি, মদন-মথন-চারিণি!
নাশয় প্রসন্নেরি দেবি, দুষ্কৃতি-ভূরং।

(কথকের সুর)

ভজন।

ফুল্লেন্দীবর লোচনং শ্যামলং সুন্দরং,
লোকাভিরামং রামং স্মরামি,
জানকী-বল্লভং রঘুকুল-তিলকং
সম্যক্ তমাদি শূরং প্রণমামি।
শঙ্খং চক্রংমুগদা সরোজং,
শ্রীবৎস চিহ্নং জগদাদিমূলং,
বিষ্ণাত্মক, জগন্নাথম্,
জগন্ময়ং সীতাপতিং ত্বং ভজামি।
সরযূ-জল-কেলী ফলোৎসুখম্,
অযোধ্যা পুরৈ রম্যে স্থিতং,
নারদাদ্যৈ মুনিগণৈ, স্তূয়মান
রাঘবং রাবণারিং নমামি।
সত্যসন্ধং ত্রিলোক লোক-রঞ্জনং
জগদঘমপহরণং নারায়ণং,
প্রসন্ন নরক-তারুণম্, ভবতু
নয়ন-পথ-গামী।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

মঙ্গল দে দেবি নমঃ শঙ্কর বল্লভে,
অন্নপূর্ণা মহাবিদ্যা হ্রীং পাতু ভুবনেশ্বরী।
ষট্‌কোণ পদ্ম মধ্যস্থ ষড়ঙ্গ যুবতী মন্ত্রে,
ব্রহ্মাণাদি স্বরূপে চ ত্বংহি দিগম্বরী।
নমো মায়াতীতাঙ্গি, কৃত্তিবাস মনোরমে,
নমস্তুভ্য জগন্মাত, নমস্তু তে পরমেশ্বরী।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

ত্রিলোক জনগণ জননী;
সৃষ্টিস্থিত্যুপসংহার হেতু ভূতে সনাতনী।
কাল ভয় হরাং হংসি, পূজিতাসি মহেশ্বরী,
নিত্যাসিদ্ধিং দেহি মাতঃ, সুরাসুর বন্দিনী।
কবি কুল জিহ্বাগ্রে, ত্বংহি বিদ্যা বীণাপাণি
প্রসন্ন নরক ভয় মোচয় ভব-ভাবিনী।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল একতালা

শঙ্কর শিব শশিশেখর ত্রিতাপ তাপহারী হে;
করুণা নিদান, পাপ নাশন শ্মশান আসন ধারী হে
পরেশ অশেষ ভূতভাবন—
ভকত-বৎসল ভকত জীবন,
পিশাচ-পালন পাবন পাবণ,
ভব পারে কাণ্ডারী হে।

রাজাধিরাজ দেবাদি দেব,
অমর পূজিত মহাদেব,
রুদ্র সোম সর্ব্ব ভব,
জীব জন গুহাচারী হে।

রাগিণী লুম—তাল কাওয়ালী

মন রে (আমার) বল না হরি ;
দয়াল হরির নাম পারের তরী।
বিরাগের পথে চল, অনুরাগে হরি বল,
ভব-পথের সম্বল মুর-মদ-হারী।
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম রূপে, মন প্রাণ সব সঁপে,
বল হরি সদা মুখে, মন প্রাণ বদন ভরি।

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

অহং জীব অহং শিব শবাসনে অহঙ্কার ;
অহং অভিমানে মন জীবনে ষড়্ বিকার।
অহং হংস সোঽহং জীব, এক অদ্বিতীয় শিব,
অহং ভাবে শিব জীব, উপাধি শরীর চর।
অহং সোঽহং চিরমুক্ত, অহং জীব ভাবে গুপ্ত,
অহংমায়া মোহ লিপ্ত নির্লিপ্ত অহং সার।

রাগিণী মিশ্র কেদারা—তাল ঠেকা।

কবে হবে তোমার চেতন মন,
তাই ভাবি অনুক্ষণ।
শমন শাসন, হবে না বারণ,
যেতে হবে তোমায় কৃতান্ত ভবন।
রসনা অবশ হবে, অশেষ যাতনা পাবে,
দশ দিকে হেরিবে (তুমি) আকাশ তখন,

রাগিণী আলাইয়া কেদারা—তাল একতালা।

ওঁঙ্কার সাধন সার, জপক রে মন অনিবার ;
রবে না যাতনা সংসার বাসনা ভবসিন্ধু হবে পার।
অকার উকার মকার নাদ,
সার্দ্ধ তিন প্রণব পাদ,
তুরীয় অমাত্রা নাদ পদ,
চৈতন্য চেতনা চরাচর।
অকারে ব্রহ্মা সৃষ্টিকার,
উকারের হরি বহিছে ভার,
মকার হর করে সংহার,
তদাতীত নাদ নিত্য নিরাকার।
বেদ শ্রুতি স্মৃতি প্রণবাকার,
জাগ্রত স্বপন সুষুপ্তি বিচার,
প্রণব নিহিত বিশ্ব চরাচর,
অমাত্রা প্রণব শুভদ শঙ্কর।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

মন, যাও যাও প্রণয়ে কাজ নাই ;
তোমার প্রেমে ভব ঘোরে ঘুরে মরি ভাই।
হুর জন রিপুবশে, সদা কাল বিলাসে,
ক্ষয় হয় আয়ু ধন, নিধন আশে কিবা নাই।
ধন মান অভিমান, মিছে বড়াই অবোধ মন,
পাচে পাঁচ মিশে যাবে, তোমার মুখে দিয়ে ছাই।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

চল রে মানস হেরি শাম্ভবী পুরী ;
অনন্ত সাগরে সহস্র কমলে বিরাজে গাম্ভরী।
তুরীয় ময় নগর, নিত্যানন্দ নিরাকার,
মহান্ অজ্ঞানাকারে, পুর দ্বারে দ্বারী।
তদ্পদ পদ বিচ্যুতা, জ্ঞান গঙ্গা বিরাজিতা,
ফুলপদ্ম বাহিনী——
চিৎশান্তিময়ী উরে, প্রজ্ঞা গৌরী বিহরে,
প্রসন্ন কয় কাশীশ্বরে, দেখ কাশীশ্বরী মাধুরী।

রাগিণী বেহাগ—তাল জলদ তেতালা

কুল পথে বিহরে (ও) কার কামিনী ;
আসবে মগনা বামা করাল বদনী।
ত্রিকোণ ত্রিযন্ত্র পরে, সদা বামা ক্রীড়া করে,
অবিদ্যা বিলাস ঘরে বাচ কত অবনী।

চরণ কমল তলে, কোটি ভানু আড়া খেলে
নাচে রণ-হিল্লোলে রণ-রঙ্গিনী—
বায়ু রতিপতি সনে, সাধিষ্ঠিত সাধিষ্ঠানে,
অবিদ্যা সংসার মনে, সাধকে শক্তি দায়িনী।
মণিপুরে দিগম্বরী, রজনাথ সহচরী,
মগনা কর্ণিকা জলে, ত্রিকোণ যোনিতে—
ত্রিপুরা বজ্রাক্ষ্য মুখে, প্রমত্তা সংসার সুখে,
সংসার নয়নে মায়া ভক্তে কুল কুণ্ডলিনী।
অনাহত অষ্ট দলে, দোলে বামা মায়াছলে,
বাণাখ্য ঈশান কোলে কুলকামিনী—
মহাকাল সর্প সঙ্গে, ফণীকার বাম অঙ্গে,
কামুক যার আতঙ্কে, ভুজঙ্গ গর্জ্জন শুনি।
ত্রিকোণ কর্ণিকা সদ্মে, বিশদ বিশুদ্ধ পদ্মে,
বীণা-করা শ্বেতাম্বরা নাদ বিনোদিনী—
সেরূপ হেরিতে শৌরী, কমলারে হৃদে ধরি,
হয়েছে গোলকচারী, অলৌকিক কাহিনী।
বীণা শুনি ইতরে, ইতর-বিকার-মার,
ইতর মিলন হেরে (নিত্য) সুখে মগ্ন মুনি।
প্রসন্ন কয় অনিবার, মহামায়া মা আমার,
কেন মায়া কর আর, ওগো নিরাকারিণি!

রাগিণী বিভাসী—তাল একতালা।

ওঁকার হুঙ্কারে জাগো জাগো কুলকুণ্ডলিনী ;
মাটীর শরীরে. আনন্দ-মন্দিরে, বিহর আনন্দচারিণী।
অনিমিষ তলে, আসব সলিলে,
দ্বাদশ কমলে, বিহর মঙ্গলে,
মনে মন মিলে, প্রেম-ভক্তি-ফুলে,
পূজিব মানসে ও পদ দু খানি।
অনন্তের সনে, অনন্ত নয়নে,
অনন্ত মিলনে, যোগ সমাধানে,
হেরিতে ও পদ, বাসনা এ মনে,
পূরাও কামনা জগত-জননি !

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

মোহ-নিদ্রাবশে মন, কত কাল ঘুমায়ে রবে ?
বাল ভানু অনুরূপে স্বভাবে জাগো রে ভবে।
মেলিয়া জ্ঞান-নয়ন, কর তাঁরে দরশন,
জ্ঞানানন্দ শিবরূপে ছায় দৃশ্য লয় হবে।
প্রেম-ভক্তি-পুষ্পদলে, পূজ মন, কুতুহলে,
বিধাতা-বাঞ্ছিত পদ অতুল সংসারে—
বিকার হইবে লয়, দূরিবে তমিস্রা ছয়,
পাঁচে পাঁচে হবে লয়, প্রসন্ন শ্রীপদ পাবে।

রাগিণী জংলা—তাল পোস্তা।

মা! তোমার এই ভবের হাটে কত কাল খাটিব মুটে?
ছয়ের সঙ্গে মায়া রঙ্গে দিবানিশি মরি খেটে!
কোন দিন জোটে না পেটে, কভু খেয়ে উদর ফাটে,
কখন দাস দাসী খাটে, কভু বেড়াই কামের চোটে।
ও মা, সইতে নারি, বইতে নারি, ভূতের বোঝা বড় ভারি,
বাজারের যত পসারী হাস্‌ছে তারা ছয়ের ঠাটে।
লাভেতে পড়েছে শণি, ঘিরেছে মা কাল-শনি,
দশ ভূতে বাঁটিছে সিন্নি, জীর্ণ করি দেহ ঠাটে।
মনেতে সন্দেহ বড়, পিতা আমার পাগ্‌লা বুড়ো,
শুনে ত শোনে না খুড়ো, আছে অনন্ত শয়ানে।
তাই ডাকি মা, ওগো শিবে, ডুবি যেন শিবের ভাবে,
দশের দাবে প্রসন্ন যেন ডোবে না মা পাঁচের ঘাটে।

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

প্রভো, দয়া কি হবে—
আবদ্ধ করম ফেরে অবিদ্যা উৎসবে?
মহামায়া মায়া-ছলে, মনে মৃগতৃষ্ণা খেলে,
দহে জীব ভোগানলে, স্বভাব অভাবে।
দিন দিন তনু ক্ষীণ, কু-সঙ্গে মতি মলিন,
কালবশে গেল দিন, চরমে কি হবে!
কৃপা করি কৃপাময়, দেখা দিও সে সময়,
যে কালে প্রপঞ্চ পঞ্চে এ পঞ্চ মিশাবে।

রাগিণী জংলা—তাল জলদ তেতালা।

দীন-তারিণি! দিন দিলি নে;
মাতৃহীন শিশু ভাসে তুফানে!
কু-কাজে নিরত চিত, ভ্রমি কু-পথে নিয়ত,
পাষাণি, তাই কি বেঁধেছ চিত পাষাণে?—
রটিছে কলঙ্ক নামে এ তিন ভুবনে।
কোথা গো মা জগন্মাতঃ, দিনমণি অস্তগত
ভানুসুত-সম্পাত ব্যাকুল পরাণ!—
কিসে মুক্ত হব তারা কালের বন্ধনে?
প্রসন্না হয়ে প্রসন্নে, দেখা দিও আসন্নে,
প্রসন্নের এই মিনতি তব চরণে—
পাই যেন অভয় পদ মরণে।

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

মা মা বলে এত ডাকি তোরে,
তবু যে দয়া হয় না; (জননি!)
বিণামি এবার মরিয়ে, পুনর্জ্জন্ম নিয়ে,
বিকারার শত্রু হয়ে (মম) পূরা'ব কামনা।
পাঁচেন শত্রু ভাবে, মহিষাসুরে ভবে,
দিলি দুর্গে, সমর উৎসবে—
া, তেম্নি ভাব ধরে, তোর ঐ করাল করে
ল নিধন, আর চরণ পাব না।

যে জন তোমায় পূজে, ও মা দশভুজে,
তার বংশে বাতি দিতে, নাহি মিলে খুঁজে—
পূজে ও চরণ, (তারিণি গো) রাজা দশানন,
হ'ল সবংশে নিধন, তবু পাষাণি, চাইলি না।
পতি তোর ভোলা ক্ষেপা শ্মশান-নিবাসী,
পতির বুকে দিয়ে পা বেড়াস্ সর্ব্বনাশি—
কি আর বল্‌ব তোরে, যখন কাল বাঁধ্‌বে মোরে
নিস্তারিতে কাণের করে (মা) পাষাণী হ'ও না।

রাগিণী পাহাড়ী—তাল ঢিমে তেতালা।

কোথা হে করুণাসিন্ধু! দীনবন্ধু দয়াল হরি?
সংসার-বিকারে, জীবনের ভারে, বুঝি এ বার প্রাণে মরি!
নিবিড়তম অন্ধকারে, পতিত করম ফেরে,
পার কর এ দুস্তরে, ভব পারের কাণ্ডারি!
পাতকী উদ্ধার তরে, সংসার ধরিলে শিরে,
জনমিলে এ সংসারে, অবতার রূপ ধরি।
চরণে জড়ে চেতনা, চরণে অরণি সোনা,
নামে জীবের যায় যাতনা, বাল্মীকি উপমা তারি।
যে জন তব শক্র হয়, অনায়াসে বৈকুণ্ঠ পায়,
স্থান দেও ও রাঙা পায়, শমন-শাসন হরি।
চাহি না মুক্তি স্বর্গপুরী, ধন আশা নাহি করি,
প্রসন্ন ভক্তি-ভিখারী, পুরাও কামনা হরি।

(রামপ্রসাদী সুর)

রাগিণী জংলা খাম্বাজ—তাল একতালা

আমার মনে প্রাণে পৃথক্ কেন ?
ওরে এই পৃথকে কালের হাতে,
হবে ফতে অবোধ মন !
লোকের কাছে মন লুকায়ে,
ভাঁড়ের মত গলাবাজী সার—
কিন্তু আসলে তোর ফাঁককারী
পটের আঁকা পুতুল যেন !
দিবানিশি অভিমানে,
মান খুঁজে কাল কাটাও কেন ?
ওরে কালের ঘরে ভুয়ো মানে
পাবে না মন পরিত্রাণ।
ধন মান যে রিপুর বোধা,
তবু তোর রে হয় না জ্ঞান,
ওরে, রিপুর সমান নয় রে সে কাল,
আগে এ কালকে কর দমন।

রাগিণী জংলা খাম্বাজ—তাল একতালা

মন, কেন তুই বাতুল হলি ?
মাটীর দেহে, মাটীর দাপে,
মাটী চেটে প্রাণে মলি !
মনের দুঃখ জানাম্ রে যারে,

তারাই তোরে ফেরে ফারে
ফেল্‌ছে নিয়ে জঠর ঘোরে,
জন্ম জন্ম দিচ্চে গালি।
যাস্‌ নে ভুলে, রিপুর বোলে,
সদা-মনে মাখিয়ে কালী,
কালী বলে কাটাও কাল,
নিত্যানন্দে চিরকালি।

রাগিণী জংলা খাম্বাজ—তাল একতালা

মন, ভবের ভাবে সুখ পাবে না;
পাঁচ, ছয়, দুই সঙ্গী ছাড়,
ছাড় রে বিষয়-কামনা
ওরে, বিষম-ফণী কালকূটে ভরা,
দংশিলে জীবন রবে না!
ছেড়ে আপন করম ধরম,
কর্ত্তা হয়ে কাল খেও না;
কালাকালের কর্ত্তা এলে,
বুকে মুখে বোল ফুটবে না।
ও দ্বিজ প্রসন্ন বলে,
দিন যায় মন অবহেলে,
এক বার মনঃপ্রাণ সবে মিলে,
কর শিবের আরাধনা।

বাউলের সুর।

দীননাথ! দেখা দেও দীনে,
মনেতে মন বসে না, প্রাণ মজে না.
(ও দীননাথ) আসল ধনে।.
যত সব সঙ্গিগণে, ভোগের মনে,
কু-আশায় টাঙ্গিয়ে ফাঁসি রেখেছে যতনে—
তা'রা নিধন পদ সার ভাবিয়ে, করে টানাটানি মনকে নিয়ে.
অভয় পদ হারাইয়ে, ডুবে আছি ছয়ের প্রাণে।
বড় সাধ আছে মনে, দেখ্‌ব আজ প্রাণের প্রাণে,
ও আমার প্রাণসখা হে--
প্রেমে মাখি ভক্তি-মাটী, (হরি) গড়্‌বো তোমার চরণ ছুটি,
পদরজঃ খাব লুটি, মিশাব রাঙ্গা চরণে।
তুমি আমার প্রাণসখা, দেখ্‌বো সখা, (আমি সেই দিন হে)
যে দিন পাঁচ পাঁচের মুখে, হবে হে পতন—
আস্‌বে এ কাল কাল বেশে, বাঁধ্‌বে বুকে মুখে ক'সে
নাহি ত্রাণ কালের গ্রাসে, তুমি বিনা (ওহে সখা) প্রসন্ন ভণে।

বাউলের সুর।

ভবে এসে সুখ হ'ল না.
ছয়ের সঙ্গে রস রঙ্গে (ও ভোলা মন)
সার হলো রে আনাগোনা।
পেয়েছ হৃদয়ে যে ধন, জীবের জীবন, কর সাধন, আর ভুল না;
পরেশ মণি হীরের খনি, আভাব ভেবে,
(ও ভোলা মন) কাল খেও না।

ভবের হাটে ছয়ের টাটে, পিতল বই, সোণা মেলে না ;
(ও ভোলা মন) সোণা মেলে না—
ও তোর হৃদে সোণা, প্রাণে সোণা,
মনে সোণা রে (ভোলা মন রে আমার)
ছয়ের কাইন, কাণে শুনে, সোণার সনাতনে ছেড় না।
চখের কাছে উভয় সমান পিতল সোণা রে—
ও তা যায় না চেনা রে, (ও ভোলা মন রে আমার)
এক বার মনঃ-কষ্টিতে ক'ষে দেখ পিতল সোণা,
(ও ভোলা মন) পিতল সোণা যাবে চেনা।
কাঙ্গাল প্রেমন চাঁদে বলে, ছয়ের ঠারে রে—
(ভোলা মন রে আমার) ছয়ের ঠারে সোণা কষা না হ'ল না।
এখন গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম,
(ও ভোলা মন) রবে না তোর এ যাতনা।

বাউলের সুর।

ভেবে দেখ মন, কি সম্বন্ধ তাঁরই সনে ;
তিনি বেদে কি পুরাণে, বাইবেলে কোরাণে,
ঋক্ মন্ত্রে তন্ত্রে কিবা পাঁচের প্রাণে।
তিনি আপন হতে আপন, (আবার) পর হতে পর,
কিন্তু পরাৎপর অনন্ত মনে।
এক বার মুদি যুগল আঁখি, (ও মোর প্রাণপাখি,
উড়ে যাও দেখি, চেতন বিমানে—

তাতে পাবে কি পাবে না, বলিতে পারিনে ;
তুমি জান আর প্রাণ জানে।
হলে বিবেকের উদয়, ভয় পেয়ে ভয়,
হবে রে বিলয় এই দেহালয়ে ;
তখন রবে না ভ্রান্তি, (মন রে) পাবি রে শান্তি,
শান্তিময়ে হেরি এই নয়নে।
ইথে নাহিক রে অন্যথা, পাষাণ মাটী বৃথা,
ন্যায়ের ফাঁকির মত, প্রেমাজ্ঞানে,—
হলে প্রেমের উদয়, তিনি তুমি ময়,
ভক্তের প্রাণ হরি প্রসন ভণে।

কীর্ত্তনাঙ্গ।

কাহে তুহু মূঢ় হাসসি জগমে ?
যুগ বীত গেই মিলনকো কামে ;
তুঝে নিরখি হাসত রোয়ত জগত,
তেরা নেহি সরম লাজ ভূখা চিত !
ধরম করম ছিন্ লেই ঘেরল মায়া,
সমজনে তর্কাদির ঝুঁঠা কাম কায়া ;
জগমে জগ জাল দৌলত দুনিয়া,
সাধু জন দুষ্‌মন, স্বপন বিথায়া ;
তন লাগই সাঁচা, তন্ মনে গাঁথা,
সুখ নেহি জগমে বিনা জগত্রাতা ;
দুনিয়া সঙে আজ রোয় মন মেরা ;
হাস্‌মত ছুটেগা করম তেরা।

কীর্ত্তনাঙ্গ ।

এই যে শরীর স্থূল, অসার অনৃত ভুল,
মেদ মজ্জা অস্থিতে পূরিত ;
পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে, তন পঞ্চ মাত্রা মতে
স্থূল দেহ হয় সুগঠিত—
(তাহে) মন বুদ্ধি কর্ম্মদয়, চতুর্দ্দশ তত্ত্বচর,
(জীব) তন্মধ্যে তুমি হে প্রধান।
সংশয় সন্দেহ ময়, হও তুমি যে সময়,
মন বলি করি হে ধারণ।
আবার সে মন হতে অভিমান উৎপত্তিতে,
অহঙ্কারী হও অহঙ্কারে।
যব তুমি চিত্ত নাম, স্বার্থানুসন্ধান কাম
সাধিবারে এ মহী মাঝারে ;
চিত্ত হতে বুদ্ধি দয়ে, সংশয়-বিক্ষেপ লয়ে,
(তখন) বুদ্ধি বলি করি হে ধারণা।
এ সব মনের কর্ম্ম, নহে এ তোমার ধর্ম্ম,
কর্ম্ম লয়ে উদিবে চেতনা।
চেতনায় মুক্তি ছার, ভক্তিই জীবের সার,
ভক্তি ভাবে ডাক তাঁরে মন।
রসনা সরস হবে সংসার যাতনা যাবে,
(তখন) পূর্ণানন্দে হইবে মগন।

কীর্ত্তনাঙ্গ।

কিবা। পুরুষ প্রকৃতি, রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি,
হৃদয়ে কর নেহার—
যাতে, হরষে হরিবি, আ-জনম কাল,
অভাব হইবে ছার।
আহা! হৃদয় ব্রজে, প্রেম-যমুনারি কূলে,
বিহরে নিষ্কাম-কদম্বেরি মূলে
জগমন সখা ঠার—
সে ভ্রুকুটি ঠারে, অন্তরে ভিতরে, মায়ামোহ হবে ছার।
পীতাম্বর শ্যাম, বামে পরা রাধা, প্যারীর মূরতি—
চন্দ্রমা বিভাতি! অনাবিল রতি, রণ গরবিত
জীব-মনোমুগ্ধকর—
কিবা মধুর মধুর, হাসত ভাষত, তুরীয় ভাব দোঁহার।
অনন্ত চিকুর, দামোদর শিরে, চূড়ায় মাধুরী, অনন্ত নেহারে।
জিনিয়া ফণিনী, রাধিকার বেণী, মুকুট আঁধার ছাব—
কত দিবাপতি-পতি মণি-নিরমিত, দৃশ্য জ্যোতিকার।
তিলকাবৃত বদন ভাল, সুমতি জড়িত কাণে কুণ্ডল,
ধরণী নয়ন নয়নে কাজল—শ্যামরায় রাধিকার—
লীলা বিজলিত, হৃদয়ে শোভিত, ব্রহ্ম অস্ত মতিহার।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিন চরণ, বিরাট শ্রীপদে ভব প্রকটন,
উপাসক জন, মুক্তির কারণ, স্ববাসনা হৃদে যাঁর—
যেন হীরকে কনক, শ্রীমতি-খচিত, রাধাপদ ভবে সার।
রসিক নাগর, স্ববাসনা-চর দোঁহ তনু নহে ভিন।

রাধিকা শ্রীপতি, যুগল মূরতি, চিদংশে প্রকৃতি বিহার-লীল—
কাঙ্গাল দ্বিজ প্রসন্ন বলে, এ প্রেম-সলিলে,
(ও মন) ডুবিলে পাইবি পার।

কীর্ত্তনাঙ্গ।

জনম জনম তুঁহ মেরা দূর চিত কেছঁ
হামত ভাবত ঝুঁঠা কামে ?
কাহে নেহি জগাত, বিছুরত দিন রাত,
কপট শঠ ষড় করমে।
নিরখ নিরখ তুহুঁ, জগত রোয়ত মুহু,
জগ পুঁছে কাতু দেখ মোয।
সুজাত নেহি বে তেরা, শুন সাঁচা বাৎ মেরা,
চরণে হাম হুঁ দাস তোয়।
জরত লেকড়ি কহে, জগ জন হাম কাহে,
হবে হাঁসি জরেগা মায় ?
কহত প্রসন্ন চাঁদ, হাঁস মত মন দে—
বিনা গুরু জনম কাবৎ যায়।

রাগিণী জংলা ভৈরবী—তাল তেতালা।

শ্রীচরণ রাজে রাজে বাজে।
সাধক সমাধি প্রাণ অলিরাজ রাজে বাজে রাজে।
যে রূপ হেরিতে ভব হৃদে পদ ধরি শব,
ভবস্থ বাসনা ভব, ভবহৃদি মাঝে মাঝে মাঝে।

কত জন্ম জন্মান্তরে, পেয়েছি আজি তোমারে,
ভুলা'ও না মা আমারে, বৃথা মায়া কাজে কাজে কাজে।
প্রসন্নের এই মিনতি, চাহি না মা মুক্তি গতি,
যেন মনে দিবা রাতি, শ্রীচরণ রাজে রাজে রাজে।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

মন, পায় সেই সে পরমানন্দ।
(যে জন পূর্ণানন্দময়ীকে ভজে)
ধন জন মান, দেহ অভিমান,
ভব ভরা নিরানন্দ (দেখ) ভবের ভাবে,
মনোভবে যে মজে, পায় কি সে আনন্দ!
ছাড় মন মনের দ্বিধা, খাও নাম সুধা,
ঘুচে যাবে ক্ষুধা, নাহি ইথে কিছু মন্দ।
প্রাণ মনালয়ে, প্রীতির উদয়ে,
মিলবে প্রেমানন্দ।
প্রসন্নেরে সঙ্গে করি, বিষয়াশা পরিহরি,
মিটাও মনের ষড়্‌দ্বন্দ, অন্ত কালে আর—
রবে না বিকার, হ'ব মুক্ত ভার,
পাব অদ্বৈতানন্দ।

---

(১)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

জয় প্রকৃতি দেবি! দিগম্বর-চারিণী জয় পরা;
রুদ্রাণী কালী কমল কুল কলুষ নাশিনী তারা।

কুলপথে কুলমাতা, কপালী কপর্দ্দী মনোহরা,
কালকান্তা, করলাস্যা ভবানী ভব-ভয়হরা।
চরণ-কমলে, ভক্ত-অলিকুলে, পিয়ে অমৃত ধারা,
সাধন ঝঙ্কারে, আনন্দ অন্তরে, মা মা রবে মাতোয়ারা।
কে জানে তব মহিমার সীমা, বেদে অগোচরা,
পরমেশ শক্তি আদ্যা স্থিতি পরাৎপরা,
রচিলে ত্রি-গুণে এ ধরা।
তুমি আদি তুমি অন্ত, অনন্ত তারিণী ভীমা,
মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুঞ্জয় তব গুণ ধ্যানে গানে মা—
হরি চতুর্ভুজে পাল তব সৃষ্টি, বিরাট শরীরে,
বজ্র দর্পে বিধি প্রকাশে বল, কালচক্র করে
নাশ মা কালের ভয় কাল-ভয়-হরা।

(২)

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

আছে নাম রসনার রসে স্বদেশে মন বশে,
পান কর মন আমার মনেরই উল্লাসে।
এ রসে নীরস নাই, বিকারে হও না ছাই,
ঘুচিবে মনের খাঁই, নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে।
প্রেমাধার আত্মারাম, আত্মরসে পিয় নাম,
দান কর অবিরাম, বিরাম পাবে দশার শেষে।
নাম মাত্র ভবে সার, ঘট পট বাদার্থ সার,
প্রসন্ন কর অনিবার, প্রাণের প্রাণ হৃদয়াকাশে।

(৩)

বৈষ্ণবীয় সুর।

হৃদ পিঞ্জরের পাখি নীরব থেকো না;
প্রভাতে উঠি, কর ছুটাছুটি, মন কর খাঁটি, বিষাদে রবে না।
এ কাল সু-কাল হবে, সে কাল ভয়ে লুকাইবে,
আগুন শীতল হবে, (তখন) সে কালের কোলে,
গেলে ত তোরে কালে ছোঁবে না।
রাম নাম ভবে সার, গাও পাখি, অনিবার
প্রেম-তরঙ্গে ভব-রঙ্গে কু-সঙ্গী-সঙ্গে হবে না।
অসার যখন অঙ্গ সঙ্গ ছেড়ে তোর
পা'লাবে সঙ্গী ছয় জনা।
পাখি, ঐ নামটি ধর, এ দেহ শীর্ণ কর, জীর্ণ হবে না,
সাকারে বিকার, নিরাকার সার, সার-ধন আর,
ভুল না নিরাকার, প্রেমাধারে মধুর স্বরে
(প্রাণ ভরি) ডাক না।
স্ফটিক চৈতন্য তরু-শাখে বস রে পাখি,
একবার প্রাণে মনে গাও দেখি —
প্রসন্নেরে দিও না ফাঁকি,
তোর মধুর স্বরে, পার করে, সুপক্ক ফল রে—
ঐ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ জীবলক্ষ্য
ভবের ক্ষুধা রবে না।

সম্পূর্ণঃ